স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন

যৌথ কর্মপরিকল্পনা

Funded by
the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন

যৌথ কর্মপরিকল্পনা

স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ এবং জনসম্পৃক্ত
প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততায় সম্মিলিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

Funded by
the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন

যৌথ কর্মপরিকল্পনা

প্রকাশক:
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি - ৪০/সি, রাস্তা - ১১ (নতুন)
ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০
ফ্যাক্স (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮১
ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২১

ডিজাইন: অর্ক

©২০২১ সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশ

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ প্রকল্পের আওতায়
এবং ইউরোপিয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় মুদ্রিত

Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে সক্রিয় সমর্থন প্রদানের উদ্দেশ্যে সিপিডি ও অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশ যৌথভাবে, ইউরোপিয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায়, দেশের ১৩টি জেলায় 'গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকারসমূহের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন সেবার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা এবং এক্ষেত্রে সরকার বহির্ভূত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে এ লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর ১৯৩টি দেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থা এবং পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে 'বৈশ্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, এজেন্ডা ২০৩০' গৃহীত হয়েছিল তা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ কাজ করে চলেছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, একটি স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক নীতি সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া এসডিজির কার্যকর বাস্তবায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। এ প্রেক্ষিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষত সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে পিছিয়ে পড়া মানুষ ও নারীদের কণ্ঠস্বর শোনা এবং সে ভিত্তিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দাবী এবং তাদের চাহিদা ও প্রত্যাশা জাতীয় নীতিসমূহে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। এই কারণেই একটি অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। যার মাধ্যমে সিদ্ধান্তগ্রহণ হবে অন্তর্ভূক্তিমূলক আর তৃণমূল জনগণের অংশগ্রহণ হবে অর্থবহ। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এসডিজি বাস্তবায়নে 'কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না' এ অঙ্গীকারের প্রতি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সিপিডি এবং অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশ, এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিক সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিগত সময়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। আশা করা যায় যে, এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এসডিজির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ও সক্ষমতা সৃষ্টি হবে। প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে ভৌগোলিক অবস্থানগত ও প্রাকৃতিক দিক থেকে নাজুক বাংলাদেশের প্রতিকূল অঞ্চলসমূহ এবং সেসব অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর পেছনে যে উপলব্ধি কাজ

করেছে তা হল বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের সাফল্যের অনেকাংশই নির্ভর করবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ও জনগণকে যে সেবা দেওয়া হচ্ছে তার কার্যকারিতার ওপর।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের জন্য সিপিডি এবং অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশ তাদের নিজ নিজ স্বক্ষমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে আসছে। অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশ সারাদেশে তার বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্থানীয় এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। অন্যদিকে দেশের শীর্ষস্থানীয় চিন্তক প্রতিষ্ঠান সিপিডি তথ্য-উপাত্ত-জরিপ-বিশ্লেষণের সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ে সেবা প্রদান আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন, সংলাপ প্রচার ও প্রকাশনা এবং এ প্রকল্পের কার্যক্রমে বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অবদান রেখে আসছে। এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে এমন শতাধিক বেসরকারি সংস্থার নেটওয়ার্ক 'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ' এই প্রকল্পের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে এ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরকে উচ্চকিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ মূলত চর, হাওর এবং উপকূলীয় অঞ্চলের ১৩ টি জেলায় পরিচালিত হচ্ছে। জেলাগুলো হলো - বরগুনা, চট্টগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, নেত্রকোনা, নীলফামারী, পিরোজপুর, রংপুর, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ। এই অঞ্চলগুলোকে উচ্চ মাত্রার দারিদ্র্য, দূরবর্তী এলাকা, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই এসব অঞ্চলে সরকারি পরিষেবা প্রদান বাড়তি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুশাসনের মাধ্যমে উন্নত পরিষেবা নিশ্চিত করা এই প্রান্তিক ও ভৌগোলিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত অঞ্চলগুলোতে তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক। কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো অঞ্চলকে পেছনে না রাখার এসডিজিরর প্রত্যয় পূরণ করতে হলে এসব অঞ্চলের মানুষরা কীভাবে সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে তার দিকে নিবিড় দৃষ্টি দিতে হবে। এ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বক্ষমতা সৃষ্টি, উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আশা করা যায় যে, এই প্রকল্পটি অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকায় প্রায় ৫০ হাজার মানুষ বসবাস করে থাকেন, যার মধ্যে রয়েছে ১৩টি উপজেলায় ৩২৫ টি নারী নেতৃত্বাধীন জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান (সিবিও) এবং ৩০০ জন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৫০ জন স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা এবং ৬৫০ জন স্থানীয় জন প্রতিনিধিকে এসডিজি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হবেন এসব অঞ্চলের প্রায় দুই লাখ মানুষ। প্রকল্পের বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের সুবাদে এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্য অর্জনে একটি বড় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানের পরিসীমা বৃদ্ধি পেয়েছে, সচেতনতা বেড়েছে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্ষমতা জোরদার হয়েছে। আশা করা যায় যে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে এসব মানুষেরা তাদের অধীত জ্ঞান, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি ও উদ্যোগ তাদের নিজস্ব এলাকার উন্নতিতে ও জনসমাজের কল্যাণে ব্যবহার করবেন যা বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সূচি

৭ গাইবান্ধা: স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ভূমিকা

১৩ সুনামগঞ্জ: হাওর অঞ্চলের জীবন-জীবিকা: সরকারি পরিষেবার ভূমিকা

২২ চট্টগ্রাম: জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন: সরকারি পরিষেবার ভূমিকা

৩১ বরগুনা: উপকূলীয় অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা: সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা

৩৮ রংপুর: করোনা ও বন্যা মোকাবিলায় ত্রাণ কর্মসূচি: সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা

৪৭ নেত্রকোনা: করোনা ও বন্যা মোকাবিলায় ত্রাণ কর্মসূচি এবং কৃষি প্রণোদনা সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা

৫৬ সিরাজগঞ্জ: করোনা ও বন্যা মোকাবিলায় ত্রাণ কর্মসূচি এবং কৃষি প্রণোদনা সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা

৬৬ পিরোজপুর: করোনা ও আম্ফান মোকাবিলায় ত্রাণ কর্মসূচি এবং কৃষি প্রণোদনা সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা

স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ভূমিকা

গাইবান্ধা
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালায় এসডিজির অগ্রাধিকারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছে। যদিও সামগ্রিক বিচারে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, একই সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা এসডিজি কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে কমপক্ষে ১২টির (৯, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৭ ব্যতিরেকে) বাস্তবায়নে সমন্বিত কমিউনিটি পর্যায়ের কৌশল প্রয়োজন হবে। একই সঙ্গে, এসডিজির ৫টি অভীষ্ট এবং বেশ কিছু সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সামাজিক সুরক্ষার ওপর প্রত্যক্ষ ও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করে থাকে। এই ধরনের কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা। এর মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ দরিদ্র, দরিদ্র নারী ও শিশু, বিধবা ও বৃদ্ধ, অক্ষম এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য সম্প্রদায়-ভিত্তিক পরিষেবা; গ্রামীণ নারী আত্মনির্ভরতা কর্মসূচি ইত্যাদি। তবে, এসকল সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এখনো নানামুখী সমস্যা বিদ্যমান। এসডিজি বাস্তবায়ন এবং উন্নয়নের সুফল সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হলে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকরি ভূমিকা পালন করতে হবে।

সংলাপের উদ্দেশ্য এবং সারসংক্ষেপ

এ প্রেক্ষাপটে, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ গাইবান্ধায় 'স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন: সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ভূমিকা' শীর্ষক এক সংলাপের আয়োজন করা হয়। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি), অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশ এবং এসকেএস ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এসকেএস ইন্-এ সংলাপটি আয়োজিত হয়। সিপিডি ও অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় বাস্তবায়িত 'গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ', শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে এ সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয়। এ সংলাপের উদ্দেশ্য ছিল এসডিজির অভীষ্টসমূহ অর্জনে সহায়ক বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের এসডিজি বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের অবহিত করা এবং এগুলোর বাস্তবায়ন সুষ্ঠু ও ত্বরান্বিত করার জন্য স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া।

সংলাপে স্থানীয় সংসদ সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিখাতের প্রতিনিধিসহ মোট ১৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে মাহাবুব আরা বেগম গিনি, এমপি, মাননীয় হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে মো. তোফায়েল হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, গাইবান্ধা, উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব রাসেল আহমেদ লিটন, প্রধান নির্বাহী, এসকেএস ফাউন্ডেশন এবং সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন ড. খালিদ হোসেন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশ। অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তা হিসেবে আলোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। সংলাপের সভাপতি হিসেবে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করেন এবং আলোচনা পরিচালনা করেন।

জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সিপিডি সংলাপে 'স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ভূমিকা' শীর্ষক মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। মূল প্রতিবেদনে তিনি এসডিজিতে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের ভূমিকা, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বিভিন্ন দিক, বাজেট বরাদ্দ, বিভিন্ন আর্থসামাজির সূচক ও নির্বাচিত কিছু সামাজির সুরক্ষা কর্মসূচিতে গাইবান্ধার জেলার অবস্থা এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়নে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা তুলে ধরেন এবং সেগুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পরামর্শ উপস্থাপন করেন।

পরে অংশগ্রহণকারীরা উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীবৃন্দ তাদের নিজস্ব কর্মএলাকায় চিহ্নিত সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পগুলিতে তাদের সম্পৃক্ততা, বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ এবং এগুলো মোকাবিলা করার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। উন্মুক্ত আলোচনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীজনসহ অন্তত ত্রিশের অধিক অংশগ্রহণকারী তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

খোলামেলা ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় উঠে আসা প্রধান সুপারিশসমূহের মধ্যে ছিল:

সুপারিশ ১

জেন্ডার, ইউনিয়ন/উপজেলা, বয়সভিত্তিক বিসামষ্টিক (disaggregated) তথ্যসহ জেলা পর্যায়ে চলমান সামাজিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের একটি সমন্বিত তথ্যভান্ডার (database) প্রস্তুত করা

সুপারিশের প্রেক্ষাপট:

অর্থবছরের শুরুতেই সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সমন্বিত তথ্যভান্ডারের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের পক্ষে সঠিক চাহিদা নিরূপণ

করা সম্ভবপর হয় না। এ ধরনের বিশদ তথ্য কাজে লাগিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব হবে। উপরন্তু, এর সাহায্যে স্থানীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে কর্মসূচিতে সুবিধাভোগী অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কোটা ভাগাভাগি করার বিদ্যমান প্রথা নিরুৎসাহিত করা সম্ভব হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ:
জেলা প্রশাসক, জেলা সমাজ সেবা অফিস, জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অফিস, জেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, জেলা নারীবিষয়ক অফিস

সুপারিশ ২

সুবিধাভোগী নির্বাচনের সময় নিয়মিত প্রচার-প্রচারণা ও উঠান বৈঠক করা এবং স্বেচ্ছা-তালিকাভুক্তির সুযোগ রাখা এবং এক্ষেত্রে কমিউনিটি-ভিত্তিক জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করা

সুপারিশের প্রেক্ষাপট:
সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই স্বচ্ছ নয়, প্রায়শই অংশগ্রহণমূলকভাবে হয় না। স্বেচ্ছা-তালিকাভুক্তির সুযোগের অভাবে অনেক সময়ই সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার সুযোগ থাকে না। এটা করার জন্য সচেতনায়ন করতে হবে এবং স্বেচ্ছা-তালিকাভুক্তির সুযোগ দিতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ:
উপজেলা সুবিধাভোগী নির্বাচন কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদ সুবিধাভোগী নির্বাচন কমিটি, কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান

সুপারিশ ৩

প্রতিটি কর্মসূচির সুবিধাভোগী তালিকা জনসমক্ষে টানিয়ে দেওয়া, এ তালিকা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে সংরক্ষণ করা এবং জনগণের পক্ষে তা সহজে পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা

সুপারিশের প্রেক্ষাপট:

সাধারণভাবে সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়ন নির্দেশিকা (নির্বাচন মানদণ্ড, পর্যায়, মাসিক হার) সম্পর্কে তথ্যের অভাব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীরা স্থানীয় বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চেয়ে তা পান না।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ:

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

সুপারিশ ৪

স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প নির্বাচন, যেমন, গাইবান্ধার চর এলাকার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন (যেমন: কালভার্ট নির্মাণ), কর্মসংস্থান সৃষ্টি (যেমন: হাঁস-মুরগি ও পশুপালন এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ) সম্পর্কিত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প

সুপারিশের প্রেক্ষাপট:

কিছু কর্মসূচির (যেমন, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি) প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্বাচনের সময় অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় চাহিদার প্রতিফলন ঘটে না। তা ছাড়া কোনো ধরনের ফিডব্যাক প্রক্রিয়া না থাকায় প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায় না। স্থানীয় চাহিদা জানার জন্য এবং নিয়মিত সুবিধাভোগীদের মতামত নেওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ:

স্থানীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি, ওয়ার্ড মেম্বার

সুপারিশ ৫

গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীসহ কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

সুপারিশের প্রেক্ষাপট:

কেবল সুবিধাভোগী নয়, মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী কমিটির সদস্যদের মধ্যেও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা সম্পর্কে অনেক সময় বিস্তারিত ধারণা থাকে না। ধারণা থাকলেও নির্দেশিকা অনুযায়ী বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন সময় নানা জটিলতা এবং প্রতিবন্ধকতার শিকার হন, যা কর্মসূচির সামগ্রিক কার্যকারিতা অনেক সময় প্রশ্নবিদ্ধ করে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ:
জেলা প্রশাসক, জেলা সমাজসেবা অফিস, জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অফিস, জেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, জেলা নারীবিষয়ক অফিস, কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ

সুপারিশ ৬

অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে এজেন্ট বা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের প্রসার করা

সুপারিশের প্রেক্ষাপট:
সুবিধা বিতরণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার (মোবাইল/ব্যাংক সেবা) মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব হ্রাস করেছে, কিন্তু ব্যাংকের মাধ্যমে সুবিধা প্রাপ্তিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে (যেমন: বয়স্ক ভাতা)।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ:
জেলা প্রশাসক, জেলা সমাজ সেবা অফিস, জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অফিস, জেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, জেলা নারীবিষয়ক অফিস

সংলাপে উপস্থিত স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষসমূহ প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, তারা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে উপরিউক্ত সুপারিশমালা স্থানীয় সাংসদের সার্বিক নেতৃত্বে এবং জেলা প্রশাসকের দিকনির্দেশনায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করবে।

হাওর অঞ্চলের জীবন-জীবিকা
সরকারি পরিষেবার ভূমিকা

সুনামগঞ্জ
৩ আগস্ট ২০১৯

বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালায় এসডিজির অগ্রাধিকারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছে। যদিও সামগ্রিক বিচারে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, একই সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা এসডিজি কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে কমপক্ষে ১২টির (৯, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৭ ব্যতিরেকে) বাস্তবায়নে সমন্বিত কমিউনিটি পর্যায়ের কর্মকৌশল প্রয়োজন হবে।

বাংলাদেশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এসকল সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা সকলেই স্বীকার করেন। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চল বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশীল হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক আবস্থানজনিত ও আবহাওয়াগত কারণে একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল। আর মানসম্মত ও পর্যাপ্ত সরকারি পরিষেবার গুরুত্ব সে কারণে এ এলাকার ক্ষেত্রে সমধিক। বাংলাদেশে সুষম এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে হলে হাওর এলাকার মতো প্রান্তিক জনপদের মানুষরে ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে। কেননা, এসডিজির প্রত্যয় হলো 'কাউকে পেছনে রাখা হবে না' অর্থাৎ, দেশের প্রান্তিকতম মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে হবে। একটি শক্তিশালী ও সামগ্রিক সরকারি পরিষেবাব্যবস্থার গুরুত্ব এ কারণে অনস্বীকার্য।

সংলাপের উদ্দেশ্য এবং সারসংক্ষেপ

এ প্রেক্ষাপটে, গত ৩ আগস্ট ২০১৯-এ সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশ এবং স্যানক্রেড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডশেনরে সহযোগিতায় সুনামগঞ্জ সদরের পানসী রেস্তোরাঁয় 'হাওর অঞ্চলের জীবন-জীবিকা: সরকারি পরিষেবার ভূমিকা' শীর্ষক একটি সংলাপের আয়োজন করা হয়। সিপিডি ও অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় বাস্তবায়িত 'গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ', শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে এ সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয়। এ আঞ্চলিক সংলাপ হাওর অঞ্চলবাসীর এসডিজি নিয়ে প্রত্যাশা এবং এসডিজি বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি আলোচনা করার সুযোগ সৃষ্টি করে। এ সংলাপের উদ্দেশ্য ছিল টেকসই জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিষেবা সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের অবহিত করা এবং এগুলোর বাস্তবায়ন সুষ্ঠু ও ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া।।

সংলাপে জেলা প্রশাসক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিখাতের প্রতিনিধি এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিসহ দুই শতাধিক স্থানীয় নাগরিক অংশগ্রহণ করেন। সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব তপন রুরাম, প্রধান নির্বাহী, স্যানক্রেড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডশেন এবং ড. দীপঙ্কর দত্ত, কান্ট্রি ডিরেক্টর, অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশ। অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তা হিসেবে আলোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। সংলাপের সভাপতি হিসেবে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করেন এবং আলোচনা পরিচালনা করেন।

জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সিপিডি সংলাপে 'হাওর অঞ্চলের জীবন-জীবিকা: সরকারি পরিষেবার ভূমিকা' শীর্ষক মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। মূল প্রতিবেদনে তিনি টেকসই জীবিকা কাঠামো এবং এসডিজির সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা, টেকসই জীবিকা কাঠামোতে সুনামগঞ্জের অবস্থা, টেকসই জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাঁচটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা এবং এসবের অভিগম্যতার নিশ্চিত করতে গিয়ে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা তুলে ধরেন এবং সেগুলির নিরসনে ও বিদ্যমান বিভিন্ন কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পরামর্শ উপস্থাপন করেন।

পরবর্তী সময়ে অংশগ্রহণকারীরা উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীবৃন্দ তাদের নিজস্ব এলাকায় টেকসই জীবিকা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা, এগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত সরকারি পরিষেবায় অভিগম্যতার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এগুলো মোকাবিলা করার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। উন্মুক্ত আলোচনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীজনসহ প্রায় ৫০ জন অংশগ্রহণকারী তাদের মতামত উপস্থাপন করেন।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, হাওর মাস্টারপ্ল্যান এবং অন্যান্য নীতিমালার আলোকে এবং খোলামেলা ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় উঠে আসা প্রধান সুপারিশসমূহের মধ্যে ছিল:

সুপারিশ ১

বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থাপনা করা

- নদীর তলদেশ থেকে মাটি সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট নদীতীরবর্তী বাঁধ নির্মাণ করা। এতে করে একই সঙ্গে নদীর নাব্য বৃদ্ধি পাবে এবং বাঁধ নির্মাণের খরচও হ্রাস পাবে
- বাঁধের ভিত্তি স্থাপনায় বৃক্ষ রোপণ করা যেতে পারে যা মাটিকে আরো দৃঢ় করে বাঁধকে টেকসই করতে সাহায্য করবে

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

প্রতিবছর বন্যা এবং ভারতের অংশের পাহাড়ি ঢলের কারনে বালু এবং পাথর এসে সুরমাসহ অনান্য নদীর নাব্য কমিয়ে দিচ্ছে। বাঁধ নির্মাণে অনেক ক্ষেত্রেই নির্মাণস্থলের পাশে থেকে মাটি নেওয়া হয়, যা অনেক ক্ষেত্রেই টেকসই হয় না এবং এর ফলে বন্যার পানিতে ফসল ও ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা প্রশাসক, জেলা ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অফিস, এলজিইডি অফিস

সুপারিশ ২

কৃষকেরা যেন সঠিক মূল্যে তাদের ধান সরকারের কাছে বিক্রয় করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে একটি কার্যকর ও উপযোগী ব্যবস্থা চালু করা

- কৃষকেরা যেন সরকারি দামে ধান সরাসরি মিল মালিকদের কাছে বিক্রয় করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা
- ধান সংগ্রহকালের পূর্বে এবং চলমান সময়ে সভা করা যেতে পারে
- সরকারি কর্মকর্তাদের সহায়তায় সিবিওদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে বিক্রয়কৃত ধান/চালের গুণমান রক্ষণের বিষয়ে কৃষকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

ধান শুকানো এবং সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সরকারি ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণ কৃষকেরা সরকার-নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে ধান ও চাল গুদাম এবং মিল মালিকদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে তারা মজুরিসহ অন্যান্য উৎপাদন খরচ মেটানোর পর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা প্রশাসক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জেলা কৃষি বিপণন অফিসের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি এবং প্রকৃত কৃষকদের দ্বারা গঠিত সিবিও

সুপারিশ ৩

অব্যবহৃত জমির সঠিক ব্যবহারসহ কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা

- হাওরের ছোট ছোট বিল ও ডোবাসমূহ খননের মাধ্যমে শুকনো মৌসুমে বোরো জমিতে সেচের সুযোগ তৈরি করা
- হাওরের প্রাণ প্রকৃতি ও মানুষের জমির পরিমাণ বিবেচনায় এখানে জৈব সার, যেমন: ভার্মি কম্পোস্ট এবং কম্পোস্ট সার ব্যবহারের প্রবণতাকে উৎসাহিত করা। সেক্ষেত্রে আলাদাভাবে সরকারি প্রণোদনা রাখা
- হাওরের আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী ধানের প্রজাতি উদ্ভাবন ও প্রচলন করা

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

জমি এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, চাষযোগ্য অপচিত জমির ব্যবহার এবং পতিত জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী এবং সুবিধাভোগী উভয় পক্ষের উদ্যোগ এবং উদ্যমের অভাব রয়েছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা প্রশাসক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

সুপারিশ ৪

কৃষি উৎপাদনের উপকরণসমূহ (যেমন: সার, বীজ, কৃষি যন্ত্র) যথাসময়ে এবং সঠিক মূল্যে কৃষকের কাছে পৌঁছাচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা

- বৈশ্বিক বাজারে ক্রমবর্ধমান সারের দামের কথা মাথায় রেখে বিনা মূল্যে অথবা ভর্তুকিকৃত সরকার নির্ধারিত মূল্যে অধিকসংখ্যক কৃষকের কাছে সার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা
- খুব কম সময়ে যে সকল ধান উৎপাদিত হয় সেগুলোর বীজ বিনা মূল্যে বিতরণ করা
- কৃষিযন্ত্র (যেমন: কম্বাইন্ড হারভেস্টর) বিতরণে সরকার-নির্দিষ্ট প্রণোদনাসমূহ যেন প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা
- কৃষি উপকরণ বিতরণের জন্য সরকার থেকে যে পরিমাণ বরাদ্দ থাকে এবং যাদের মধ্যে বণ্টন করা হয় সেগুলোর জন্য একটি ডাটাবেজ করা এবং সেই তথ্যে কৃষকদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

সার, বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণে সরকারের কিছু প্রণোদনা এবং ভর্তুকির ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অপতুল। সারের ক্ষেত্রে সরকারনির্ধারিত মূল্য এবং প্রকৃত ক্রয়মূল্যের মধ্যে প্রায়শই তারতম্য লক্ষ্যকরা যায়। এ ছাড়াও কৃষি উপকরণের জন্য জেলা/উপজেলা ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে বণ্টনের কোনো সুনির্দিষ্ট ডাটাবেজ না থাকায় এবং এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য জানার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় কৃষকেরা সঠিকভাবে তাদের অধিকার চর্চা করতে পারেন না।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা প্রশাসক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, এনজিও প্রতিনিধি এবং সিবিও সদস্য।

সুপারিশ ৫

আনুষ্ঠানিক কৃষিঋণের আওতা বাড়ানো এবং তা গ্রহণে সুবিধাভোগীদের উৎসাহিত করার জন্য সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে নিয়মিত বৈঠক করা

- যে সময় কাজ থাকে না, সেই সময় স্বল্পসুদে ঋণ, বিকল্প আয় কার্যক্রমের (সেলাই মেশিন, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, মাঁচায় সবজি চাষ, খাঁচায় মাছ চাষ, পশু পালন) ব্যবস্থা করা
- কৃষি ব্যাংকসহ বিভিন্ন তফশিলি ব্যাংকের ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধ প্রক্রিয়ার জটিলতা কমানো। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত নিয়ম-নীতি মেনে চলা নিশ্চিত করা
- নারী উদ্যোক্তাদের ব্যাংক ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া
- কৃষকের দ্বারা পরিশোধকৃত টাকার পরিমাণ এবং পরিশোধের তারিখ লাল চিঠিতে উল্লেখ রাখা

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

সুনামগঞ্জে বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগের ব্যাপক অভাব রয়েছে। বিশেষ করে, বোরো ধান লাগানো এবং ফসল কাটার মধ্যবর্তী সময়ের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কৃষকরা মূলত ঋণ নিয়ে থাকে মহাজনদের কাছ থেকে। ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মের জটিলতা এবং ঋণের টাকা নিষ্পত্তি হওয়ার প্রলম্বিত সময়ই মূল বাধা। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকের কাছে ঋণের জন্য আবেদন করেও ঋণ পাওয়া যায় না, যেটা নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে আরোও প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়। উপরন্তু, কৃষকেরা ঋণের যে টাকা পরিশোধ করে সেই তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় না, যার ফলে তারা অনেক সময়ই হয়রানির শিকার হন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা প্রশাসক, কৃষি ও সমবায় ব্যাংক প্রতিনিধি, পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন এবং এনজিও প্রতিনিধি

সুপারিশ ৬

জলমহাল ইজারা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধিসহ এটির কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ

- বছর বছর জলমহালের খাজনা না বাড়িয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিমূলক জলমহাল ব্যবস্থাপনার দিকে মনোনিবেশ করলে মৎস্য সম্পদের ক্ষয় রোধ করা যাবে এবং মানুষের পুষ্টির চাহিদাও মেটানো যাবে
- মাছের পোনার নিধন বন্ধ করতে সুনামগঞ্জের প্রতিটি জেলের জন্য চৈত্র, বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাসব্যপী ভিজিডি এবং ভিজিএফ-এর ব্যবস্থা করা
- বর্তমান স্বল্পমেয়াদি ইজারার (যা অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাবশালীদের সুবিধা দেয়) পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি (৫ বছর) ইজারা ব্যবস্থার দিকে যাওয়া। এক্ষেত্রে জাতীয় নীতিমালা সংশোধন এবং আধুনিক করতে হবে
- ইজারা পাওয়া জমির চেয়ে বেশি পরিমাণ জমির শাসন নিরুৎসাহিত করতে ভূমি জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি স্থানীয় পর্চা অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণ করতে হবে

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

জলমহাল ইজারা উচ্চমূল্য এবং স্বল্পমেয়াদি হওয়ার কারণে তা সাধারণ চাষিদের সামর্থ্যের বাইরে থেকে যায়। ফলে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের পরিবর্তে প্রভাবশালী শ্রেণি এবং মধ্যসত্তভোগীরা সিংহভাগ সুফল ভোগ করে। তা ছাড়া সাধারণ মৎস্যচাষিদের আর্থিক আয়ের সুযোগ সীমিত, বিশেষ করে যে সময়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ। অপরদিকে, অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধির ফলে মৎস্য শিকারের চাপ বেড়ে যায় যা মৎস্য সম্পদের ক্ষয় ঘটায়। এক্ষেত্রে, জলমহালের জন্য নির্ধারিত কোনো সীমানা না থাকায় প্রভাবশালীরা ইজারার চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণ এলাকা করায়ত্ব করে থাকে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা প্রশাসক, জেলা ভূমি অফিস, জেলা মৎস্য অফিস

সুপারিশ ৭

বিভিন্ন দক্ষতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতা বাড়ানো এবং নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা

- শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক এবং যুবা নারীদের নিয়ে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা
- থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করা
- গ্রামসমূহের জন্য বিশেষায়িত ব্যবস্থা বা আঙিনাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা
- স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি করা
- প্রশিক্ষণ-পরবর্তী সময়ে কতজন আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে এবং কতজন উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছেন তার হিসাব রাখা
- প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে ভাতার ব্যবস্থা করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সরকারি অফিসসমূহের জনবল বাড়ানো
- কৃষকদের জন্য প্রদত্ত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

যথোপযোগী কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণের অভাবে ৫০ শতাংশের বেশি কর্মক্ষম সময়কে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সুনামগঞ্জে জেলা পর্যায়ে একটি যুব উন্নয়ন কেন্দ্রে থাকলেও থানা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে কোনো প্রশিক্ষণকেন্দ্র নেই। সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলো অধিকাংশই চালু হয়নি এবং যেগুলো হয়েছে সেগুলোতেও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে না। এ ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে কোনো ভাতার ব্যবস্থা নেই যা অনেক সময় নিজ খরচে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করে। প্রশিক্ষণ প্রদানকারী অফিসসমূহে জনবল ঘাটতি রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণের উপকরণের ঘাটতি রয়েছে এবং প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ দ্বারা উৎপাদিত বস্তুর জন্য বিক্রয়কেন্দ্র বা বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা নেই। এ ছাড়া, বিভিন্ন দক্ষতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের অপর্যাপ্ততা লক্ষ করা যায়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়, যুব উন্নয়ন এবং মহিলাবিষয়ক কার্যালয় এবং এনজিও প্রতিনিধি

সুপারিশ ৮

ত্রাণসামগ্রী এবং নগদ অর্থ যেন দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং সঠিক সময়ে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা

- জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা, মাঠ পর্যায়ের ত্রাণ বিতরণ কর্মী এবং সিবিও প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

বরাদ্দকৃত ত্রাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ত্রাণ বণ্টনের ক্ষেত্রে যারা বরাদ্দ পায় ও যারা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য দেখা যায়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাঠ পর্যায়ের ত্রাণ বিতরণ কর্মী এবং সিবিও প্রতিনিধি

সুপারিশ ৯

স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখে অতি দরিদ্রদের জন্য সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা

- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির (ইজিপিপি) কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে যদি এটি অকার্যকর হয়ে থাকে তাহলে প্রয়োজনে তা বন্ধ করে সম্পদের অপচয় রোধ করা এবং এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো
- স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্কিম বা কর্মসূচি গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে গ্রাম পর্যায়ে বন্যার পরবর্তী সময়ে বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট ও সাঁকো মেরামতের জন্য লক্ষ্যনির্দিষ্ট স্কিম গ্রহণ করা যেতে পারে

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় প্রদেয় দৈনিক মজুরি (অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় ২০০ টাকা) এলাকার শ্রমের বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কম হওয়ায় এটি মানুষের জীবন-জীবিকায় আশানুরূপ প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে অকার্যকর বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এ ছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নকৃত রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক স্কিমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের মধ্যে বাস্তবায়ন নীতিমালা সম্পর্কে অনেক সময় পরিষ্কার ধারণা থাকে না।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

সংলাপে উপস্থিত স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষবৃন্দ প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, তারা টেকসই জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন সেবার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে উপরিউক্ত সুপারিশমালা জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে এবং দিকনির্দেশনায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে কমিউনিটি পর্যায়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনারত জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

৩ নীতি সংলাপ

জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন
সরকারি পরিষেবার ভূমিকা

চট্টগ্রাম
১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালায় এসডিজির অগ্রাধিকারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছে। যদিও সামগ্রিক বিচারে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, একই সঙ্গে এ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা এসডিজি কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে কমপক্ষে ১২টির (৯, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৭ ব্যতিরেকে) বাস্তবায়নে সমন্বিত কমিউনিটি পর্যায়ের কৌশল প্রয়োজন হবে।

বাংলাদেশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এসকল সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা সকলেই স্বীকার করেন। বাংলাদেশে সুষম ও টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে হলে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। কেননা, এসডিজির প্রত্যয় হলো 'কাউকে পেছনে রাখা হবে না' অর্থাৎ, দেশের প্রান্তিকতম মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে হবে। জনবলসংকট ও নানা ধরনের সামাজিক প্রতিকূলতার কারণে দেশের উপকূলীয়, দুর্যোগপ্রবণ এবং সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় বসবাসরত নারীরা সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে প্রযুক্তিনির্ভর সরকারি উদ্যোগ (যেমন: ১০৯ হটলাইন্) সম্পর্কে সন্দ্বীপের মতো

দ্বীপাঞ্চলে বসবাসরত অধিকাংশ নারী অবগত নন। এক্ষেত্রে, সরকারি সেবা সম্পর্কে প্রচারণা বৃদ্ধি করা জরুরি। এসকল দুর্যোগপ্রবণ ও পিছিয়ে পড়া জনপদে নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে এবং এসডিজি বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে বিশেষায়িত ও সুনির্দিষ্ট সরকারি পরিষেবা চালু করা এবং চলমান পরিষেবাসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা জরুরি।

সংলাপের উদ্দেশ্য এবং সারসংক্ষেপ

এ প্রেক্ষাপটে, গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশ এবং সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস (এসডিআই)-এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সদরের সেন্ট মার্টিন হোটেলে 'জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন: সরকারি পরিষেবার ভূমিকা' শীর্ষক একটি সংলাপের আয়োজন করা হয়। সিপিডি ও অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় বাস্তবায়িত 'গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ', শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে এ সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয়। এ আঞ্চলিক সংলাপ সন্দ্বীপের সাধারণ মানুষের এসডিজি প্রত্যাশা ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ সৃষ্টি করে। এ সংলাপের উদ্দেশ্য ছিল জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিষেবা সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের অবহিত করা এবং এগুলোর বাস্তবায়ন সুষ্ঠু ও ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া।

সংলাপে চট্টগ্রামের জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, গবেষক, জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন পেশাজীবীসহ প্রায় ১৭০ জন স্থানীয় নাগরিক অংশগ্রহণ করেন এবং সংলাপে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য আরমা দত্ত, এমপি এবং ওয়াসিকা আয়শা খান, এমপি। জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম জেলা সংলাপে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেসমিন সুলতানা পারু, প্রধান নির্বাহী, ইলমা, চট্টগ্রাম এবং ড. মুনাল মাহবুব, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম ওমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব সামছুল হক, নির্বাহী পরিচালক, এসডিআই এবং জনাব এস এম মনজুর রশীদ, পলিসি, অ্যাডভোকেসি, ক্যাম্পেইন্ অ্যান্ড কমিউনিকেশনস ম্যানেজার, অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশ সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন।

ড. ফাহমিদা খাতুন, নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তা হিসেবে আলোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। সংলাপের সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সিপিডি প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করেন এবং আলোচনা পরিচালনা করেন।

জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সিপিডি সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এ প্রতিবেদনে তিনি এসডিজি এবং বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালার আলোকে জেন্ডার সমতা ও নারী ক্ষমতায়নের চট্টগ্রামের একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদান করেন। এক্ষেত্রে, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত কারণে চট্টগ্রামের বিভিন্ন দুর্যোগপ্রবণ ও দূরবর্তী দ্বীপাঞ্চলে বসবাসরত নারীদের দুর্দশার চিত্র উঠে আসে। শুধু যোগাযোগব্যবস্থার দুর্গমতার ফলে এসব অঞ্চলে গর্ভবতী মা ও শিশু নানারকম স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, শিক্ষা বা

কর্মমুখী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে এ ধরনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীরা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পরিষেবামুখী উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছেন।

পরবর্তী সময়ে অংশগ্রহণকারীরা উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীবৃন্দ তাদের নিজস্ব এলাকায় জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা, এগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত সরকারি পরিষেবায় অভিগম্যতার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এগুলো মোকাবিলা করার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। উন্মুক্ত আলোচনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীজনসহ প্রায় ৪০ জন অংশগ্রহণকারী তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং অন্যান্য নীতিমালার আলোকে এবং খোলামেলা ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় উঠে আসা প্রধান সুপারিশসমূহের মধ্যে ছিল:

সুপারিশ ১

নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সরকারি উদ্যোগসমূহের (হটলাইন্ ১০৯) কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা

- এক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা মহিলাবিষয়ক অফিসে রেফারকৃত অভিযোগসমূহ (ধরন অনুযায়ী) এবং গ্রহণকৃত পদক্ষেপসমূহের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটাবেজ তৈরি করা উচিত, যা নিয়মিত ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হবে
- স্থানীয় এনজিও এবং সিএসও প্রতিনিধিগণ হটলাইন্ ১০৯-এর ব্যবহার সম্পর্কে সিবিও সদস্যদেও সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে সিবিওদের উৎসাহিত করার জন্য তারা মহিলাবিষয়ক অফিসে সংরক্ষিত সাফল্যের পরিচায়ক বিভিন্ন ঘটনা তাদের মধ্যে তুলে ধরতে পারেন

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

নারী এবং শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারের প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ (যেমন: হটলাইন্ ১০৯) সম্পর্কে এখনো প্রান্তিক নারীরা সচেতন নন। এটির ব্যবহারের যথাযথ রেকর্ড না থাকায় এটির কার্যকারিতা বা তার অভিঘাত সম্পর্কেও সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা প্রশাসক, জেলা মহিলাবিষয়ক অফিস, সিএসও প্রতিনিধি

সুপারিশ ২

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাসমূহ সকলের কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে GO-GO এবং GO-NGO অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা

- পরিবার পরিকল্পনা অফিসের সক্ষমতা এবং জনবল যেহেতু চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল, তাই সেবাসমূহ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে তাদের সমন্বয় সাধন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ধাত্রী প্রশিক্ষণের মতো বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োজিত করা যেতে পারে
- এ ছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে যে সকল এনজিও যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পরামর্শ, প্রচারণা এবং সেবা দিয়ে থাকেন তাদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা যেতে পারে

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাসমূহ সকল নারীর কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসের প্রকট জনবল ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহকর্মীদের সঙ্গে তাদের সমন্বয়েরও অভাব রয়েছে। এ ছাড়া সন্দ্বীপে সরকারি পর্যায়ে c-section করার মতো কোনো অবকাঠামোগত সুবিধা এবং দক্ষ জনশক্তি না থাকায়, দুর্গমতার কারণে দরিদ্র এবং সন্তানসম্ভবা মায়েদের জীবন চরম ঝুঁকিতে পড়েতে পারে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিবিও এবং সিএসও প্রতিনিধি

সুপারিশ ৩

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা উপবৃত্তি সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রীর কাছে পৌঁছাচ্ছে কি না এবং বিতরণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তার একটি শক্তিশালী তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা

- এক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের তত্ত্বাবধানে এনজিও, সিবিও, মিডিয়া প্রতিনিধিগণদের নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা এবং মাসিক সভার আয়োজন করা যেতে পারে

- কোনো উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার উপস্থিত না থাকলে ভারপ্রাপ্ত প্রধানের উপস্থিতিতে কমিটির কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার রোধে এবং বাল্যবিবাহকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন নীতিমালার শর্তাবলি (যেমন: ভর্তিকৃত ছাত্রীর ৩০ শতাংশ গরিব ছাত্রী, এসএসসি/দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা) সঠিকভাবে মেনে চলা হচ্ছে কি না তার তদারকির ক্ষেত্রে জেলা এবং উপজেলা উভয় পর্যায়েই যথেষ্ট ঘাটতি দেখা যায়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, এনজিও, সিবিও, মিডিয়া প্রতিনিধি

সুপারিশ ৪

দক্ষতাবৃদ্ধি এবং বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে মহিলা শিক্ষকদেও অংশগ্রহণ ন্যূনতম ৫০ শতাংশে উন্নীত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ

- এক্ষেত্রে জেলা এবং উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে এই সকল প্রশিক্ষণের উপকারিতা সম্পর্কে মহিলা শিক্ষকদের উৎসাহিত করতে হবে এবং এগুলোতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের যেসকল আর্থসামাজিক, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা আছে তা বিবেচনায় নিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

চট্টগ্রাম জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষকদেও মধ্যে জীবন-দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা (LSBE) প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা (TCG) প্রশিক্ষণ উভয় ক্ষেত্রেই মহিলা শিক্ষকদের অংশগ্রহণ (যথাক্রমে ৩৪% এবং ৩৩%) পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। সার্বিকভাবে জেলা পর্যায়ে গণিত এবং ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণে মহিলা শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ছিল যথাক্রমে মাত্র ১৮% এবং ২৮%। সন্দ্বীপে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে মহিলা শিক্ষিকাদের অংশগ্রহণ আরো কম (১০%)।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার

সুপারিশ ৫

নারীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং ঋণ সেবাসমূহের ডুপ্লিকেশন রোধ, আওতা বাড়ানো জন্য GO-GO এবং GO-NGO কর্মসূচিগুলোর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা

এক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে মহিলাবিষয়ক, যুব উন্নয়ন, পল্লী উন্নয়ন এবং স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে সমন্বয় কমিটি করা। মাসিক ভিত্তিতে এই কমিটির সভার আয়োজন করা এবং সভাগুলোতে সুবিধাভোগী নির্বাচন, ডুপ্লিকেশন কমানো, বাজার চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করে এই বিষয়গুলো আলোচনা করা যেতে পারে।

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

চাহিদার তুলনায় নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণসুবিধার আওতা অনেক কম (বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ে)। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারি এবং সরকারবহির্ভূত কর্তৃপক্ষের (এনজিও) মধ্যে সমন্বয় না থাকায় একদিকে যেমন ডুপ্লিকেশন হচ্ছে, অন্যদিকে একই ধরনের প্রশিক্ষণ অনেকের মধ্যে প্রদান করাও সম্ভব হচ্ছে না।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

মহিলাবিষয়ক অফিস, যুব উন্নয়ন অফিস, পল্লী উন্নয়ন অফিস এবং স্থানীয় এনজিও, সিবিও প্রতিনিধি

সুপারিশ ৬

প্রশিক্ষণ-পরবর্তী সময়ে নারীরা কী ধরণের কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হলেন সেটির যথাযথ ফলোআপ করা

- এক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রত্যেক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণ পরবর্তী ফলো-আপ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন এবং এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবেন এবং মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করবেন। সভার সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করে সেই ভিত্তিতে দ্রুত সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ফলো-আপ প্রক্রিয়ায় সিবিও সদস্যরা অংশগ্রহণ করতে পারেন

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীরা তাদের প্রশিক্ষণ-পরবর্তী সময়ে কী ধরনের কর্মসংস্থানে যুক্ত হচ্ছেন তা ট্র্যাক করা/ফলোআপ করা হয় না। কিছু ক্ষেত্রে যারা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হন তাদের একটা রেকর্ড রাখা হয়। যেমন: আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন থেকে মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীর ৬৯ শতাংশ আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন। প্রশিক্ষণ-পরবর্তী সময়ে নারীরা কী ধরনের কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হলেন সেটির যথাযথ ফলোআপ না থাকা এবং যারা ঝরে পড়লেন তারা কেন পড়লেন তার কারণ অনুসন্ধান করে লিপিবদ্ধ না করার ফলে প্রশিক্ষণসমূহের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা যায় না।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

মহিলাবিষয়ক অফিস, যুব উন্নয়ন অফিস, স্থানীয় সিএসও, সিবিও প্রতিনিধি

সুপারিশ ৭

সামাজিক সুরক্ষার আওতায় মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত ভাতাসমূহের সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিত করা

- এক্ষেত্রে উপজেলা মহিলাবিষয়ক অফিস এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে প্রতি অর্থবছরে তার নিজ নিজ উপজেলার জন্য বিভিন্ন ভাতার আওতায় কত বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং কতজন সুবিধাভোগীর মধ্যে তা বিতরণ করা হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা এবং সকল ভাতা পাওয়ার যোগ্য মহিলাদের মধ্যে তা বিতরণ করার ব্যবস্থা করা
- সিবিও এবং সিএসও প্রতিনিধিগণ উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন
- কমিউনিটি পর্যায়ে এ বিষয়ে বছরের শুরুতেই জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেন অধিকতর নাগরিকের অংশগ্রহণে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা যায়

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় নারীদের জন্য প্রদেয় ভাতাসমূহের পরিমাণ এবং আওতা চাহিদা এবং দ্রব্যমূল্যের উচ্চহারের বিবেচনায় অনেক কম। সিবিও নারীদের অনেকেই যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উপরিউক্ত ভাতা সুবিধাসমূহ পান না। এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ইউনিয়নের জন্য মোট কত বরাদ্দ আছে এবং কতজন আওতাভুক্ত এ সম্পর্কিত তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগের অভাব রয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে তারা তথ্য চেয়েও পান না।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

উপজেলা মহিলাবিষয়ক অফিস, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, স্থানীয় সিএসও, সিবিও প্রতিনিধি

সংলাপে উপস্থিত স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষবৃন্দ প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, তারা জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন সেবার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে উপরিউক্ত সুপারিশমালা জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে এবং দিকনির্দেশনায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে কমিউনিটি পর্যায়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনারত জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করবেন।

উপকূলীয় অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা
সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা

বরগুনা
১৫ অক্টোবর ২০১৯

বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালায় এসডিজির অগ্রাধিকারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছে। যদিও সামগ্রিক বিচারে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, একই সঙ্গে এসডিজি বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা এসডিজি কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে কমপক্ষে ১২টির (৯, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৭ ব্যতিরেকে) বাস্তবায়নে সমন্বিত কমিউনিটি পর্যায়ের কৌশল প্রয়োজন হবে।

সকল বয়সের সকল মানুষের জন্য সুস্থ জীবনের নিশ্চয়তা ও জীবনমান উন্নয়ন, যা কিনা এসডিজি ৩-এর মূলবাচ্য, কমিটির অর্জনের ক্ষেত্রে বিগত এমডিজির সময় থেকে বাংলাদেশের কিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি থাকলেও অনেকগুলো ক্ষেত্রে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছি। জনসাধারণের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের বিষয়টি নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় সরকার বেশ কিছু পরিষেবা প্রদান করে থাকে যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষামূলক সেবা এবং নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সেবা।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে উপরিউক্ত সেবাসমূহ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা সকলেই স্বীকার করে। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চল ভৌগোলিক অবস্থানগত ও জলবায়ু প্রতিঘাতজনিত কারণে এমনই একটি প্রত্যন্ত ও ঝুঁকিসংকুল অঞ্চল। বাংলাদেশে সুষম এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে হলে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করতে হবে। কেননা, এসডিজির প্রত্যয় হলো 'কাউকে পেছনে রাখা হবে না' অর্থাৎ, দেশের প্রান্তিকতম মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে হবে। এক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী, সামগ্রিক ও কার্যকর সরকারি পরিষেবা-ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

সংলাপের উদ্দেশ্য এবং সারসংক্ষেপ

এ প্রেক্ষাপটে, গত ১৫ অক্টোবর ২০১৯-এ সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশ এবং জাগোনারী-এর সহযোগিতায় বরগুনা সদরের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কমপ্লেক্সে 'উপকূলীয় অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা: সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা' শীর্ষক একটি সংলাপের আয়োজন করা হয়। সিপিডি ও অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় বাস্তবায়িত 'গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ', শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে এ সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয়। এ আঞ্চলিক সংলাপ উপকূলীয় অঞ্চলবাসীর এসডিজি প্রত্যাশা ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি আলোচনা করার একটি সুযোগ সৃষ্টি করে। এ সংলাপের উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিষেবা সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের অবহিত করা এবং এগুলোর বাস্তবায়ন সুষ্ঠু ও ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া।

সংলাপে জেলা প্রশাসক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিখাতের প্রতিনিধি এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিসহ মোট ২০০ জন অংশগ্রহণ করেন। সংলাপে প্রধান

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব মোস্তাইন্ বিল্লাহ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হোসনে আরা হাসি, প্রধান নির্বাহী, জাগো নারী এবং সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন ড. খালিদ হোসেন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশ। বরগুনা জেলার সিভিল সার্জন ডা. হুমায়ুন শাহীন খান সংলাপে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব সুখরঞ্জন শীল এ অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সংলাপের সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করেন এবং আলোচনা পরিচালনা করেন।

জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সিপিডি সংলাপে 'উপকূলীয় অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা: সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা' শীর্ষক মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। মূল প্রতিবেদনে তিনি স্বাস্থ্যসেবা এবং এসডিজির সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা, স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সম্পর্কিত সূচকসমূহে বরগুনার অবস্থা ও অবস্থান, সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণ অর্জনে বিদ্যমান সরকারি পরিষেবা এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন এবং পরিষেবাসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পরামর্শ উপস্থাপন করেন।

পরবর্তী সময়ে অংশগ্রহণকারীরা মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীবৃন্দ তাদের নিজস্ব এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা, স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সম্পর্কিত সরকারি পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এসব মোকাবিলা করার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। উন্মুক্ত আলোচনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীজনসহ ত্রিশের অধিক অংশগ্রহণকারী তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ এবং অন্যান্য নীতিমালার আলোকে এবং খোলামেলা ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় উঠে আসা প্রধান সুপারিশসমূহের মধ্যে ছিল :

সুপারিশ ১

স্থানীয় পর্যায়ে মানসম্মত, দক্ষ ও পর্যাপ্ত সংখ্যক সেবাদাতার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

- স্থানীয় পর্যায়ে ইতিমধ্যে নিযুক্ত জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিশেষজ্ঞ সেবাদাতাদের ভেতর যারা স্থানীয় তাদের দীর্ঘ মেয়াদে নিয়োগদানের বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে
- সকল প্রকার দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা দূর করে শূন্যপদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা নিশ্চিত করা
- যেসকল এলাকায় নির্দিষ্ট পরিষেবার অভাব রয়েছে (যেমন জরুরি প্রসূতি সেবা) সেখানে যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সেবাদান কার্যক্রম চালু করা
- পর্যাপ্ত সরকারি পরিষেবা নিশ্চিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পরিপূরক হিসেবে বেসরকারি অংশীদারদের সহায়তা নেওয়া এবং সকল অংশীজনের কাজের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

বরগুনা জেলায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে পরিবার কল্যাণ সহকারীদের ২১৬টি পদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। উপরন্তু এর মধ্যে বর্তমানে ১৮-২০টি পদ খালি আছে। পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের ছয়টি পদের (প্রতি উপজেলায় একটি) ভেতর বর্তমানে পাঁচটিই খালি রয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষত স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞের অভাব রয়েছে। এর মূল কারণ হলো প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দের নিয়োগ না হওয়া এবং নিয়োগ হলেও বদলির মাধ্যমে অন্যত্র চলে যাওয়া। কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় (উপজেলা/জেলা) পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি হলেও তারা বিভাগীয় হাসপাতালে বদলি হয়ে যায়। জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদানের সক্ষমতা কেবল দুটি উপজেলায় রয়েছে, যা জেলার মানুষের চাহিদার তুলনায় একেবারেই অপর্যাপ্ত। মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানের পদে নিয়োগ বন্ধ থাকায় খালি পদ পূর্ণ করা সম্ভব হচ্ছে না। যার কারণে সরকারি হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা ক্রমান্বয়ে কঠিনতর হয়ে পড়ছে

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন এবং জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

সুপারিশ ২

কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ থেকে জনসাধারণের যথাযথ সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা

- কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে সেবাদানকারীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা
- সেবাদাতাগণ যাতে প্রদেয় সেবা যথাযথভাবে দিতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উপস্থিতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও সরঞ্জামের মানসম্মত, নিয়মিত ও পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

কমিউনিটি ক্লিনিকে কর্মরত স্বাস্থ্য সহকারী এবং পরিবার কল্যাণ সহকারী অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক এলাকায় নিয়োজিত থাকেন, যার কারণে নির্দিষ্ট এলাকায় তাদের পক্ষে যথাযথ সেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না। এছ াড়া স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে কমিউনিটি ক্লিনিকে কর্মরত ব্যক্তিদের অনেক ক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। কমিউনিটি ক্লিনিকে সরবরাহকৃত ওষুধের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই দেখা যায় যে নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ ব্যাপক চাহিদার কারণে পরবর্তী চালান আসার পূর্বেই মজুত শেষ হয়ে যায়। এরকম পরিস্থিতিতে আগত রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধ প্রদান করা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া সামগ্রিক চাহিদার তুলনায় ওষুধের সরবরাহও অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতুল। কমিউনিটি ক্লিনিকে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি (যেমন ওজন বা রক্তচাপ মাপার মেশিন; তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আপলোডের ল্যাপটপ) অনেক ক্ষেত্রেই মানসম্মত না হওয়ার কারণে অল্পদিনেই তা নষ্ট হয়ে যায়, যা পরবর্তী সময়ে পরিষেবা প্রদানে বিঘ্ন ঘটায়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা প্রশাসক , সিভিল সার্জন , জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং স্থানীয় এনজিও , সিবিও প্রতিনিধি ।

সুপারিশ ৩

স্বাস্থ্য ও এ সম্পর্কিত সরকারি পরিষেবার ভৌগোলিক অভিগম্যতা সুনিশ্চিত করা

- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলি থেকে বিনা মূল্যে অ্যাম্বুলেন্সের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা
- কমিউনিটি ক্লিনিকে যাওয়ার রাস্তা সুগম্য ও প্রশস্ত করতে প্রয়োজনবোধে কাবিখা, কাবিটা, ইজিপিপি ইত্যাদি কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় করা

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই জনগণকে জেলা পর্যায়ে সেবা নিতে আসতে হয় । এক্ষেত্রে দূরত্ব যেমন একটি বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় অপরদিকে জরুরি ও সংকটাপন্ন রোগীদের জন্য তা জীবনঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা প্রশাসক , সিভিল সার্জন এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা

সুপারিশ ৪

জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিষয়ক ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সরকারি পরিষেবা-সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা

- জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যাতে করে তারা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে সেবা গ্রহণ না করেণ
- প্রাথমিক স্কুল পর্যায় থেকেই প্রাথমিক চিকিৎসা ও রোগপ্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদান করা। তাদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হটলাইনের মাধ্যমে গৃহীত স্বাস্থ্যসেবা ও গ্রহণকৃত পদক্ষেপসংক্রান্ত তথ্যাবলি সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটাবেজ (তথ্যভান্ডার) তৈরি করা এবং তা নিয়মিত ভিত্তিতে হালনাগাদ করা
- স্থানীয় এনজিও এবং সিএসও প্রতিনিধিগণ ১৬২৬৩-এর ব্যবহার সম্পর্কে সিবিও সদস্যদেও সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে সিবিওদের উৎসাহিত করার জন্য তারা এই হটলাইন্-সম্পর্কিত বিভিন্ন ইতিবাচক অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে তুলে ধরতে পারেন

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

জনসাধারণের ভেতর জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই তারা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস যেমন কবিরাজ, হাতুড়ে ডাক্তার ইত্যাদি হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন। স্থানীয় জনগণের ভেতর স্বাস্থ্য বাতায়নের হেল্পলাইন্ (১৬২৬৩) এবং এখানে প্রাপ্ত সেবাসমূহের বিষয়ে ধারণা অত্যন্ত কম।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং স্থানীয় এনজিও, সিবিও প্রতিনিধি

সুপারিশ ৫

নিরাপদ ও সুপেয় পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা

এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো স্থানিক বৈশিষ্ট্য (যেমন বরগুনা জেলার ক্ষেত্রে লবণাক্ততা) থাকলে তা বিবেচনায় নেওয়া

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে বরগুনা জেলায় মোট পানির উৎসের ভেতর প্রায় ২৯ শতাংশ বর্তমানে আর চালু নেই। গভীর নলকূপের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ২৪ শতাংশ। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে, পানির উৎসের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত বাবদ প্রাপ্ত বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়। লবণাক্ততাজনিত কারণে বরগুনা জেলায় গভীর নলকূপ স্থাপনে খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি। সরকারি সহায়তায় নলকূপ আদৌ স্থাপিত না হলে বা যথাযথ স্থানে স্থাপিত না হলে তা জনগণের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপের সৃষ্টি করে। স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের অভিমত এই যে, বরগুনা জেলায় দুর্যোগকালে ব্যবহারযোগ্য পানির উৎসের ঘাটতি রয়েছে। অনেক সময়ই সরকারি সহায়তায় স্থাপিত নলকূপসমূহ দুর্যোগকালে (আশ্রয়কেন্দ্র থেকে দূরে হওয়ার কারণে অথবা পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে) ব্যবহারযোগ্য থাকে না। স্থানীয় কিছু এনজিও এ ব্যাপারে এগিয়ে এলেও তা পর্যাপ্ত নয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর) এবং স্থানীয় এনজিও

সুপারিশ ৬

বেসরকারি উৎস হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ব্যয়ভার সহনীয় রাখা এবং এসকল উৎসের যথাযথ গুণমান নিশ্চিত করা

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

সরকারি উৎস থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পরিষেবা পাওয়া যায় না বিধায় অনেক ক্ষেত্রেই দরিদ্র জনগণকে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে হয়। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার বাড়তি ব্যয় বহন করা অনেকের জন্যই দুরূহ হয়ে পড়ে। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের গুণমান সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া যায়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন এবং বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ

সংলাপে উপস্থিত স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষবৃন্দ প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, তারা স্বাস্থ্যসেবার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে উপরিউক্ত সুপারিশমালা জেলা প্রশাসকের দিকনির্দেশনায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করবেন।

নীতি সংলাপ

করোনা ও বন্যা মোকাবিলায় ত্রাণ কর্মসূচি
সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা

রংপুর
২৫ আগস্ট ২০২০

বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালায় এসডিজির অগ্রাধিকারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছে। সামগ্রিকভাবে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়ভার যদিও রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়, কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের যে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এসডিজি কাঠামোতে এ কথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ন্যূনতম ১২টির (৯, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৭ ব্যতিরেকে) বাস্তবায়নে সমন্বিত কমিউনিটি পর্যায়ের কৌশলের প্রয়োজন হবে।

বাংলাদেশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, ত্রাণ বিতরণ এবং সামাজিক সুরক্ষাসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে এসকল সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিলম্ব ও অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। চলমান কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে এসব সেবার অধিকতর কার্যকারিতার বিষয়টি আরো সামনে চলে এসেছে। করোনার অভিঘাত বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রায় সুদূরপ্রসারী চিহ্ন রেখে যাবে বলে সবাই ধারণা করছেন। বর্তমান দুর্যোগ-পূর্ব বিদ্যমান দুর্বলতাগুলোকে আরো প্রকট করবে এবং এসডিজির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত করার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর প্রাক্কলন

অনুযায়ী কোভিড-১৯-এর কারণে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ঝুঁকিতে আছেন এমন মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.৩ কোটি, যা সর্বশেষ জরিপকৃত শ্রমশক্তি (২০১৬-১৭)-র প্রায় ২০.১ শতাংশ। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) প্রাক্কলন অনুযায়ী এই অতিমারির কারণে (উচ্চ) দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালের ২৪.৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ৩৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে, যার ফলে 'নতুন দরিদ্র'র সংখ্যা হবে প্রায় ১ কোটি ৭৫ লাখ। চলমান বিধ্বংসী বন্যা রংপুরের মতো তুলনামূলকভাবে বেশি দারিদ্র্যপ্রবণ জেলাগুলির পরিস্থিতি আরো সংকটময় করে তুলেছে।

সরকার কোভিড-১৯ এবং সাম্প্রতিক বন্যা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় জনগণের দরিদ্র ও দুর্বল অংশসমূহের জন্য বেশ কিছু ত্রাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচি স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে, করোনভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে হঠাৎ বেকারত্বের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিনা মূল্যে খাদ্য (চাল) সহায়তা; যাদের আয়ের সুযোগ হঠাৎ বেকারত্বের কারণে হ্রাস পেয়েছে এমন (নির্বাচিত) বিপন্ন পরিবারগুলিকে সরাসরি নগদ সহায়তা (২,৫০০ টাকা) প্রদান, শিশুখাদ্য সরবরাহ, গো-খাদ্য বিতরণ ইত্যাদি। সর্বজনস্বীকৃত যে, ভৌগোলিক এবং পরিবেশগত অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে চরবেষ্টিত জেলা এবং উপজেলাসমূহ বাংলাদেশের অন্যতম পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। উপরন্তু, ঘনঘন বন্যা, নদী ভাঙন, প্রতিকূল পরিবেশ, সীমিত সম্পদ এবং আয়ের সুযোগ, মূলভূমি থেকে সরকারি স্থাপনার দূরত্ব এবং অপর্যাপ্ত সরকারি পরিষেবার কারণে রংপুরের মতো চরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষেরা সরকারি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানামুখী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। এসডিজি বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে এসকল পিছিয়ে পড়া জনপদে সরকারি সহায়তাসমূহ দক্ষতার সঙ্গে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, আর এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরী ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সংলাপের উদ্দেশ্য এবং সারসংক্ষেপ

এ প্রেক্ষাপটে, সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি আলোচনার লক্ষ্যে ২৫ আগস্ট ২০২০ 'করোনা ও বন্যা মোকাবিলায় ত্রাণ কর্মসূচি: সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা' শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল সংলাপের আয়োজন করা হয়। সিপিডি এবং অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের সহযোগিতায় এ সংলাপটি আয়োজিত হয়। সংলাপের সহযোগী আয়োজক ছিল আরডিআরএস বাংলাদেশ এবং এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ। সিপিডি ও অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত 'গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ', শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের অধীনে এ সংলাপটির আয়োজন করা হয়। এ সংলাপের উদ্দেশ্য ছিল করোনা ও বন্যা মোকাবিলায় সরকারি বিভিন্ন ত্রাণ সেবা সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের অবহিত করা এবং এসব কর্মসূচির বাস্তবায়ন সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে করার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি আদায় করা। এ আঞ্চলিক সংলাপ রংপুরের সাধারণ মানুষের ত্রাণ সেবা-সম্পর্কিত প্রত্যাশা ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

সংলাপে রংপুরের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, উন্নয়নকর্মী, এনজিও প্রতিনিধি, ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তা, সমাজকর্মী, পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমকর্মীসহ মোট প্রায় ১৯০ জন অংশগ্রহণ করেন। সংলাপে কয়েকটি নির্দিষ্ট ত্রাণ কর্মসূচি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং এগুলির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। আলোচকরা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাগুলি তুলে ধরেন। সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে অ্যাডভোকেট জনাব মো. ফজলে রাব্বী মিয়া, মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে মো. রাশেদুল ইসলাম, মহাপরিচালক, এনজিওবিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে জনাব মো. আসিব আহসান, জেলা প্রশাসক, রংপুর জেলা উপস্থিত ছিলেন। ড. ফাহমিদা খাতুন, নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি ড. দীপঙ্কর দত্ত, কান্ট্রি ডিরেক্টর, অক্সফ্যাম ইন্ বাংলাদেশ এবং জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, পরিচালক, আরডিআরএস বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তা হিসেবে আলোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। সংলাপের সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান ও আলোচনা পরিচালনা করেন।

জনাব মোস্তফা আমির সাব্বিহ, সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদনটি বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও স্থানীয় অংশীজনের মধ্যে পরিচালিত জরিপ ও তাদের সঙ্গে মতামত বিনিময়ের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়। প্রতিবেদনে করোনা ও বন্যা মোকাবিলায় ত্রাণ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ উঠে আসে। যেমন, রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার ত্রাণ সেবাগ্রহণকারী সিবিও সদস্যদের

তথ্য অনুযায়ী, করোনা মোকাবিলায় ত্রাণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে (বিশেষ করে নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে) সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে এবং সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রায়শই অংশগ্রহণমূলকভাবে হয়নি। ত্রাণ সেবা-সম্পর্কিত হটলাইন্ নাম্বারগুলো সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের সুবিধাভোগীরা এখনো সচেতন নন। ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে ত্রাণ-সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেই। সাম্প্রতিক বন্যা মোকাবিলায় ত্রাণ (জিআর-চাল এবং জিআর-নগদের) কর্মসূচি বিতরণের ক্ষেত্রে বন্যার তীব্রতা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যার ওপর ভিত্তি না করে শুধু দারিদ্র্যের হারের ভিত্তিতে সরকারি ত্রাণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, রংপুর বিভাগের চার জেলার (রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা) চাহিদার সঙ্গে বরাদ্দ এবং বিতরণের সামঞ্জস্য নেই।

পরবর্তী সময়ে অংশগ্রহণকারীরা উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উন্মুক্ত আলোচনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীজনসহ প্রায় ২৫ জন অংশগ্রহণকারী সরাসরি তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। আলোচকবৃন্দ তাদের নিজস্ব এলাকায় উল্লিখিত তিনটি ত্রাণ কর্মসূচির সঙ্গে তাঁদের সম্পৃক্ততা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। তারা এগুলোর মোকাবিলায় বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। জনপ্রতিনিধিবৃন্দ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও কর্মকর্তাবৃন্দ এসব বিষয়ে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন এবং কীভাবে এসব পরিষেবা আরো কার্যকরভাবে প্রদান করা যায় সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

ত্রাণ সেবা-সম্পর্কিত আলোচনার আলোকে এবং খোলামেলা ও অংশগ্রহণমূলক মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে উঠে আসা প্রধান সুপারিশসমূহের মধ্যে ছিল :

সুপারিশ ১

সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচার-প্রচারণা নিশ্চিত করা এবং এর বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। এ লক্ষ্যে :

- মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
- একইভাবে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে তারা সাধারণ জনগণকে ব্যাপকভাবে অবহিত করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হন

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

অনুসন্ধান এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রমের সুবিধাভোগী নির্বাচনের পূর্বে কোনো ধরনের মাইকিং বা প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিরা গোপনে তাদের দলীয় লোকজনদেরকে নিয়ে সুবিধাভোগী নির্বাচন করেছেন। সাধারণভাবে সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিভিন্ন ত্রাণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন নির্দেশিকা (নির্বাচন মানদণ্ড, বরাদ্দ) সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব রয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীরা স্থানীয় বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চেয়েও পাননি।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

ইউএনও, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সিএসও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ২

সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া অধিকতর অংশগ্রহণমূলক করা এবং স্বেচ্ছানির্বাচনের সুযোগ

- সিবিও এবং সিএসও প্রতিনিধিগণকে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে এবং তারা সে সুযোগ যথাযথভাবে কাজে লাগাবেন
- কমিউনিটি পর্যায়ে এ বিষয়ে সচেতন থেকে ত্রাণ কার্যক্রমের শুরুতেই জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে যেন অধিকসংখ্যক নাগরিকের অংশগ্রহণে অংশগ্রহণমূলকভাবে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা যায়

সুপারিশের প্রেক্ষাপট:

নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ছিল না এবং এক্ষেত্রে দলীয়করণ এবং স্বজনপোষণের অভিযোগ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় যে, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা শুধু তাদের দলীয় এবং পরিচিত মানুষদের কাছে থেকেই ভোটার আইডি কার্ড এবং মোবাইল নাম্বার নিয়েছে। অন্যান্য

ক্ষতিগ্রস্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিরা আবেদন করলেও তাদের বলা হয়েছে এই সুবিধা শুধু সরকারদলীয় ব্যক্তিদের জন্য। সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার সময় কোনো উঠান বৈঠক হয়নি এবং এখানে ক্ষতিগ্রস্তদের অংশগ্রহণ ছিল না।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

ইউএনও, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সুবিধাভোগী কমিটিতে থাকা শিক্ষকবৃন্দ, সিএসও ও সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৩

সুবিধাভোগীরা যেন সহজেই ত্রাণ গ্রহণ করতে পারেন এবং কোনো অপ্রয়োজনীয় খরচ বহন করতে না হয় তা নিশ্চিত করা

- কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে এক্ষেত্রে সাধারণ সুবিধাভোগীদের সচেতন করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং এই ধরনের কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে তারা সরাসরি উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা চেয়ারম্যানকে জানাবেন

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

উপকারভোগীদের অনেক ক্ষেত্রে সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য সময়, শারীরিক কষ্ট এবং অপ্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে হয়। যেমন: কোনো কোনো এলাকায় সুবিধাভোগীদের চাল সংগ্রহের জন্য উপজেলা পরিষদে যেতে হয়, যা তাদের বাসস্থান থেকে আড়াই থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। যাথায়াতের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তাদের প্রায় ৩০-৪০

মিনিট পর্যন্ত সময় লাগে। তা ছাড়া করোনার সময় যান চলাচল বন্ধ থাকায় কাউকে কাউকে হেঁটে এবং পিঠে করে চালের বস্তা বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে বলে জানা গেছে। বিশেষ করে বয়স্ক ও নারী সুবিধাভোগীদের জন্য এটা অনেক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিছু কিছু সুবিধাভোগীর কাছ থেকে চালের বস্তার জন্য মাথাপিছু ১০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ এসেছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

ইউএনও, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৪

ত্রাণ সেবা-সংক্রান্ত প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ (যেমন: হটলাইন্/নির্ধারিত মোবাইল নাম্বার) সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা

- স্থানীয় এনজিও এবং সিএসও প্রতিনিধিগণ সরকারি ত্রাণ বিষয়ক হটলাইন্/নির্ধারিত মোবাইল নাম্বার এর ব্যবহার সম্পর্কে সিবিও সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে সিবিওদের উৎসাহিত করার জন্য তারা এই হটলাইন্ সম্পর্কিত বিভিন্ন ইতিবাচক অভিজ্ঞতা স্থানীয় সিবিওদের সামনে তুলে ধরবেন

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

ত্রাণ সেবা-সম্পর্কিত হটলাইন্ নাম্বারসমূহ সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের সুবিধাভোগীরা অনেক সময়ই জ্ঞাত নন। এক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের অভাব রয়েছে এবং প্রচারণার ক্ষেত্রে ঘাটতিও অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

ইউএনও, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সিএসও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৫

স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করার সুযোগ রাখা

- এক্ষেত্রে ত্রাণ সেবা-সম্পর্কিত যেকোনো ধরনের অভিযোগ কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের কাছে এবং উপজেলা পর্যায়ে স্ব স্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানোর ব্যবস্থা করা, যেন তারা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এমন এলাকায় ত্রাণ-সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ এবং সেগুলির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়নি। দুই জন এমন সিবিও সদস্য ছিলেন, যারা ২,৫০০ টাকা পাওয়ার তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন। তাদের মোবাইলে হিসাবও খোলা হয়েছিল যেখানে টাকা আসার মেসেজও আসে। কিন্তু মোবাইল হিসাবে প্রকৃতপক্ষে কোনো টাকা আসেনি। তারা মেম্বারকে এই বিষয়ে জানালে তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে অথবা রংপুরে গিয়ে অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে। প্রায় দুমাসের বেশি হয়ে যাওয়ার পরেও তারা টাকা পাননি; কার কাছে অভিযোগ করলে সমস্যার সমাধান হবে তাও তারা অবগত নন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা প্রশাসক, ইউএনও, সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৬

বন্যায় ত্রাণসামগ্রী এবং নগদ অর্থ যেন দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে এবং সঠিক পরিমাণে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা

- সঠিক চাহিদা নিরূপণ এবং সে অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যের হারের সঙ্গে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির দিকটিও বিবেচনায় নিতে হবে
- এক্ষেত্রে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাঠ পর্যায়ের ত্রাণ বিতরণ কর্মী এবং সিবিও প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যারা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন তদারকি করবেন

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ বরাদ্দ এবং বিতরণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত চিহ্নিতকরণ এবং চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে করা হয় না। সহায়তা বিতরণের ক্ষেত্রে বন্যার তীব্রতা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের সংখ্যার ওপর ভিত্তি না করে শুধু দারিদ্র্যের হারের ভিত্তিতে সরকারি ত্রাণ কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন পূর্বক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং প্রকৃত সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করতে হবে। এর অনুপস্থিতি ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়নের পথে বড় অন্তরায়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাঠ পর্যায়ের ত্রাণ বিতরণ কর্মী এবং সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৭

ত্রাণ সেবাসমূহের ডুপ্লিকেশন রোধ ও আওতা বাড়ানোর জন্য GO-GO এবং GO-NGO কর্মসূচিগুলোর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা

- এক্ষেত্রে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার নেতৃত্বে এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পর্যায়ের চেয়ারম্যানবৃন্দ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা এবং স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে সমন্বয় কমিটি করা যেতে পারে। এই কমিটির সভা নিয়মিত (মাসিক) ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। এসব সভায় সুবিধাভোগী নির্বাচন, ডুপ্লিকেশন কমানো এসব বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে।

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

করোনা এবং বন্যার মতো দুর্যোগে ত্রাণ সেবা বিতরণে অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি এবং বেসরকারি ত্রাণ সেবার মধ্যে সমন্বয় না থাকায় ডুপ্লিকেশন দেখা দেয় এবং এর ফলে সীমিত সহায়তার প্রকৃষ্ট ব্যবহার ব্যহত হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউনিয়ন পর্যায়ের চেয়ারম্যানবৃন্দ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা এবং স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি।

সংলাপে উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সিবিও-এনজিও প্রতিনিধি ও উপকারভোগী সকলে সম্মত হন যে, দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের ত্রাণ কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এসব কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধিপূর্বক সরকারি পরিষেবাসমূহের মান ও উৎকষ বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকলেরই স্বার্থ জড়িত। আলোচনাকালে স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষবৃন্দ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, তারা করোনা ও বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রাণ কর্মসূচিসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে উপরিউক্ত সুপারিশমালা জেলা প্রশাসকের দিকনির্দেশনায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে কমিউনিটি পর্যায়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনারত জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন-এ বিষয়েও উপস্থিত প্রতিনিধিরা সহমত প্রকাশ করেন।

করোনা ও বন্যা মোকাবিলায় ত্রাণ কর্মসূচি এবং কৃষি প্রণোদনা *সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা*

নেত্রকোনা
১৩ ডিসেম্বর ২০২০

বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালায় এসডিজির অগ্রাধিকারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সামগ্রিকভাবে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়ভার যদিও রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়, কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের যে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এসডিজি কাঠামোতে এ কথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে নূন্যতম ১২টির (৯, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৭ ব্যতিরেকে) বাস্তবায়নে সমন্বিত কমিউনিটি পর্যায়ের কৌশলের প্রয়োজন হবে।

বাংলাদেশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, ত্রাণ বিতরণ এবং সামাজিক সুরক্ষাসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে এসকল সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিলম্ব ও অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। তবে চলমান কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে এসব সেবার অধিকতর কার্যকারিতার বিষয়টি বর্তমানে আরো সামনে চলে এসেছে। করোনার অভিঘাত বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রায় সুদূরপ্রসারী চিহ্ন রেখে যাবে বলে সবাই ধারণা করছেন। চলমান দুর্যোগ-পূর্ব বিদ্যমান দুর্বলতাগুলোকে আরো প্রকট করবে এবং এসডিজির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত করার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর

প্রাক্কলন অনুযায়ী কোভিড-১৯-এর কারণে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ঝুঁকিতে আছেন এমন মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.৩ কোটি, যা সর্বশেষ জরিপকৃত শ্রমশক্তি (২০১৬-১৭)-র প্রায় ২০.১ শতাংশ। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর প্রাক্কলন অনুযায়ী এই অতিমারির কারণে (উচ্চ) দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালের ২৪.৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ৩৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে, যার ফলে 'নতুন দরিদ্র'র সংখ্যা হবে প্রায় ১ কোটি ৭৫ লাখ। কোভিড অতিমারির প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যা নেত্রকোনার মতো কৃষি নির্ভরশীল (খানাসমূহের আয়ের প্রায় ৬৮ শতাংশ আসে কৃষি খাতে আত্ম-কর্মসংস্থান এবং দিন মজুরীর মাধ্যমে) জেলাগুলির পরিস্থিতি আরো সংকটময় করে তুলেছে। ইউএনওএসএটি-এর স্যাটেলাইট ইমেজ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ১২ থেকে ২৭ জুলাই সময়ের মধ্যে নেত্রকোনার মোট ভূমির প্রায় ৪৬ শতাংশ এবং প্রায় ৫৯ শতাংশ গ্রাম বন্যাকবলিত হয়েছে।

সরকার কোভিড-১৯ এবং সাম্প্রতিক বন্যা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রান্তিক জনগণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃক বিতরণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু ত্রাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে আছে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে হঠাৎ বেকারত্বের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিনা মূল্যে খাদ্যসহায়তা (চাল), দেশব্যাপী নির্বাচিত বিপন্ন পরিবারগুলিকে সরাসরি নগদ সহায়তা (২,৫০০ টাকা) প্রদান এবং শিশুখাদ্য, গো-খাদ্য বিতরণ ইত্যাদি। এ ছাড়াও সরকার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে বিনা মূল্যে আমন ধান এবং অন্যান্য শস্যের বীজ এবং সার বিতরণ করেছে। সর্বজনস্বীকৃত যে, ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ু রীতির কারণে এটি বাংলাদেশের একটি পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। উপরন্তু, ঘন ঘন বন্যা, প্রতিকূল পরিবেশ, সীমিত সম্পদ এবং আয়ের সুযোগ এবং অপর্যাপ্ত সরকারি পরিষেবার কারণে হাওর অঞ্চলের দরিদ্র মানুষেরা তাদের বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও আইনগত অধিকার

থেকে বঞ্চিত হয়। এসডিজি বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে পিছিয়ে পড়া এসকল জনপদে সরকারি সহায়তাসমূহ দক্ষতার সঙ্গে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, আর এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরি ভূমিকার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংলাপের উদ্দেশ্য এবং সারসংক্ষেপ

এ প্রেক্ষাপটে, সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি আলোচনার লক্ষ্যে ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ 'করোনা ও বন্যা মোকাবিলায় ত্রাণ কর্মসূচি এবং কৃষি প্রণোদনা: সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা' শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল সংলাপের আয়োজন করা হয়। সিপিডি এবং অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের সহযোগিতায় এ সংলাপটি আয়োজিত হয়। সংলাপের সহযোগী আয়োজক ছিল বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, নেত্রকোণা এবং এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ। সিপিডি ও অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত 'গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ', শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের অধীনে এ সংলাপটির আয়োজন করা হয়। এ সংলাপের উদ্দেশ্য ছিল করোনা ও বন্যা মোকাবিলায় সরকারি বিভিন্ন ত্রাণ এবং কৃষি প্রণোদনা সেবা সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের অবহিত করা এবং এসব কর্মসূচির বাস্তবায়ন সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে করার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে সম্ভাব্য সমাধান-সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি আদায় করা। এ আঞ্চলিক সংলাপ নেত্রকোনার সাধারণ মানুষের ত্রাণ সেবা এবং কৃষি প্রণোদনা-সম্পর্কিত প্রত্যাশা ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার একটি সুযোগ সৃষ্টি করে।

সংলাপে নেত্রকোনার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, উন্নয়নকর্মী, এনজিও প্রতিনিধি, ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তা, সমাজকর্মী, পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমকর্মীসহ মোট প্রায় ১৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। সংলাপে কয়েকটি নির্দিষ্ট ত্রাণ এবং কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং এগুলির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। আলোচকরা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাগুলি তুলে ধরেন। জনাব কাজি মো. আবদুর রহমান, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নেত্রকোণা জেলা সংলাপে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জনাব আরিফুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মোহনগঞ্জ উপজেলা, নেত্রকোণা জেলা বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ড. ফাহমিদা খাতুন, নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি জনাব শোয়েব ইফতেখার, প্রধান, ইকোনমিক ইনক্লুশন অ্যান্ড জাস্টিস, অক্সফ্যাম ইন্ বাংলাদেশ এবং রোকেয়া কবীর, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে সংলাপে বক্তব্য রাখেন। সংলাপের সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করেন, আলোচনা পরিচালনা করেন এবং আলোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন।

জনাব মোস্তফা আমির সাব্বিহ, সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদনটি বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও স্থানীয় অংশীজনের মধ্যে পরিচালিত জরিপ ও তাদের সঙ্গে মতামত বিনিময়ের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়। প্রতিবেদনে করোনা ও বন্যা মোকাবিলায় ত্রাণ এবং কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ উঠে আসে। যেমন, চাহিদা এবং উপজেলা/ইউনিয়নভিত্তিক বরাদ্দের বিভাজনের মধ্যে আরো সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ত্রাণ সেবা-সম্পর্কিত 'হটলাইন্' নাম্বারসহ (যেমন: ৩৩৩) বিভিন্ন উদ্ভাবনী যেসব উদ্যোগ (যেমন: ত্রাণ-সম্পর্কিত বিভিন্ন রং-এর কার্ড চালু, প্রচারণার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার) গৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের সুবিধাভোগীরা এখনো সচেতন নন। সুবিধাভোগী নির্বাচন অনেক ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি। এ ছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রাণ-সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির কোনো প্রযুক্তি নির্ভর এবং কার্যকর ব্যবস্থা নেই। বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি সহায়তা বিতরণ অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের প্রকৃত চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে করা হয়নি।

পরবর্তী সময়ে অংশগ্রহণকারীরা উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ আলোচনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীজনসহ প্রায় ৩০ জন অংশগ্রহণকারী সরাসরি তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। আলোচকবৃন্দ তাদের নিজস্ব এলাকায় উল্লিখিত ত্রাণ এবং কৃষি কর্মসূচির সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। তারা এসবের মোকাবিলায় বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। জনপ্রতিনিধিবৃন্দ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও কর্মকর্তাবৃন্দ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন এবং কীভাবে এসব পরিষেবা আরো কার্যকরভাবে প্রদান করা যায় সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

ত্রাণ সেবা-সম্পর্কিত আলোচনার আলোকে এবং খোলামেলা ও অংশগ্রহণমূলক মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে উঠে আসা প্রধান সুপারিশসমূহের মধ্যে ছিল:

সুপারিশ ১

সঠিক চাহিদা নিরূপণ এবং সে অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের দারিদ্র্যের হার, জনঘনত্বের হার, বেকারত্বের হার ইত্যাদি বিবেচনায় নিতে হবে।

- এক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে রিয়াল টাইম ম্যাপিং করা পারে এবং বিকাশমান পরিস্থিতির আলোকে ত্রাণ ও সেবা প্রদান কার্যক্রম হাতে নেওয়া যেতে পারে

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

জেলা ত্রাণ অফিস থেকে জানানো হয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে (বিশেষ করে চাল) কোনো ঘাটতি ছিল না এবং কিছু অতিরিক্ত চাল এমনকি ফেরতও পাঠানো হয়। যদিও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (মোহনগঞ্জ) কার্যালয় থেকে জানানো হয় চাহিদার তুলনায় বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে ত্রাণের চাল পাবার যোগ্য সবাইকে হয়তো চাহিদা অনুযায়ী দেওয়া যায়নি, যা সিবিও সদস্যদের অনেকেই যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ত্রাণের তালিকাভুক্ত না হওয়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এক্ষেত্রে চাহিদা এবং উপজেলা/ইউনিয়নভিত্তিক বরাদ্দের বিভাজনের মধ্যে আরো সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে বলে প্রতীয়মান হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা, ইউএনও, জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সিএসও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ২

ত্রাণ সেবাসংক্রান্ত প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ (যেমন: হটলাইন্/নির্ধারিত মোবাইল নাম্বার) সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে

- স্থানীয় এনজিও এবং সিএসও প্রতিনিধিগণ সরকারি ত্রাণবিষয়ক 'হটলাইন্-৩৩৩'/নির্ধারিত মোবাইল নাম্বারের ব্যবহার সম্পর্কে সিবিও সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন
- এক্ষেত্রে সিবিওদের উৎসাহিত করার জন্য তারা এই 'হটলাইন্'-সম্পর্কিত সরকারি বিভিন্ন ইতিবাচক অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে তুলে ধরবেন

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

ত্রাণ সেবা-সম্পর্কিত 'হটলাইন্' নাম্বারসহ বিভিন্ন উদ্ভাবনী যেসব উদ্যোগ (যেমন: ত্রাণ-সম্পর্কিত বিভিন্ন রঙের কার্ড চালু, প্রচারণার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার) গৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের সুবিধাভোগী ও সুবিধাপ্রত্যাশীরা এখনো সচেতন নন। এক্ষেত্রে তাদের ডিজিটাল অ্যাকসেস ও লিটারেসি এবং প্রচারণার ঘাটতি প্রধান অন্তরায়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

ইউএনও, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সিএসও ও সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৩

সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচার-প্রচারণা নিশ্চিত করা এবং তার বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে

- কমিউনিটি পর্যায়ে এ বিষয়ে সচেতন থেকে ত্রাণ কার্যক্রমের শুরুতেই জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে- যেন অধিকসংখ্যক নাগরিকের অংশগ্রহণে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা যায়
- করোনার মতো বিপর্যয়ের সময়ে যারা 'নতুন দরিদ্র'দের কাতারে যোগ দেন তাদের ঝুঁকি ও প্রয়োজনকেও স্থানীয় পর্যায়ে বিবেচনায় রাখতে হবে
- মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যেন তারা নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচারণা করতে সক্ষম হন

- কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেন তারা সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচারণা কার্যক্রম ভালোভাবে করতে পারেন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হন
- ইউনিয়ন, গ্রাম ও মহল্লার মতো স্থানীয় সরকারের ক্ষুদ্র ইউনিটগুলোতে ত্রাণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুতের সময়েই সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি এবং তদারকি বৃদ্ধি করা যেন বাস্তবায়ন নির্দেশিকার নির্বাচন মানদণ্ড অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচিত হতে পারেন

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

জেলা পর্যায়ে সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার কিছুটা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা গেলেও প্রান্তিক, বিশেষ করে ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে, নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয় (বিশেষ করে নগদ অর্থ সুবিধার ক্ষেত্রে)। সুবিধাভোগী নির্বাচন অনেক ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণমূলকভাবে হয়নি (যেমন: প্রচারণায় ঘাটতি আছে)। উপরন্তু, প্রাথমিক তালিকায় যেন অধিক যোগ্য প্রান্তিক মানুষেরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন সেজন্য সরকারি কর্মকর্তাদের অধিক তদারকির প্রয়োজন আছে

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

ইউএনও, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সুবিধাভোগী নির্বাচন কমিটিতে থাকা শিক্ষকবৃন্দ, সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৪

ইউনিয়ন/উপজেলাভিত্তিক বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বীজের চাহিদা এবং বরাদ্দের তথ্যসহ জেলা পর্যায়ে চলমান 'কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির' আওতাধীন বিভিন্ন সহায়তার একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি করা

- চাহিদা নিরূপণ এবং সে অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের কৃষকদের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রকৃতপক্ষে তারা ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষক কি না, তা বিবেচনায় নিতে হবে
- এক্ষেত্রে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মী এবং সিবিও প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে যারা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন তদারকি করবেন

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি সহায়তা বিতরণ অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে হয় না। সেবা প্রদানকারীদের প্রচার-প্রচারণার ঘাটতি এবং সেবাপ্রত্যাশীদের সচেতনতা এবং নিজস্ব উদ্যোগের অভাব এক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পরিদর্শন না করা এবং সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণের সময় তাদের যথাযথ উপস্থিতি না থাকার ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা বঞ্চিত হন। ত্রাণ সেবার মতো কৃষি পুনর্বাসন সেবার ক্ষেত্রেও নির্ধারিত 'হটলাইন্' নাম্বার এবং এর প্রচারণা না থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা অনেক ক্ষেত্রেই সরাসরি সেবার জন্য আবেদন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মী এবং সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৫

সরকারি কৃষি প্রণোদনাসমূহ যেন দুর্যোগে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা

- অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৃষকদের তালিকা ইউনিয়ন এবং উপজেলা অফিসে টাঙিয়ে দিতে হবে যেন সেবাপ্রত্যাশী কৃষকেরা সহজেই তাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারেন
- আলোচ্য কমিটি সরকারি কৃষি সহায়তা সম্পর্কে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অবগত করতে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণা চালাবেন এবং সেবাপ্রত্যাশীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করবেন

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৃষকদের তালিকা এবং কারা কোনো সহায়তা কতটুকু পাবেন তার তথ্য ইউনিয়ন বা উপজেলা অফিসে টাঙানো না থাকায় কৃষকদের প্রায়শই এসকল তথ্যের জন্য মেম্বার/চেয়ারম্যানদের কাছে ধরনা দিতে হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ের কৃষিকর্মী ও সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৬

স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করার সুযোগ রাখতে হবে

- ইউনিয়ন পর্যায়ে উপজেলা অফিসের তত্ত্বাবধানে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করে একটি কমিটি তৈরি করা, যারা নিয়মিতভাবে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে কাজ করবেন
- উত্থাপিত অভিযোগসমূহের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং কী পদক্ষেপ এগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে নেওয়া হয়েছে তা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রকাশের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত করতে হবে

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

উপজেলা অফিসে বেশীরভাগ অভিযোগ আসে সুবিধাভোগী নির্বাচনসংক্রান্ত। এক্ষেত্রে অভিযোগকারীরা সরাসরি অফিসে চলে আসেন। কোনো 'হটলাইন্' অথবা বিরোধ নিষ্পত্তির কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেই। ফলে, দূরবর্তী ইউনিয়নের প্রান্তিক গ্রামের দুস্থ মানুষদের যে কোনো অভিযোগের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ওপরেই নির্ভরশীল হতে হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

ইউএনও, অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি নিয়োগ, সিবিও প্রতিনিধি।

সংলাপে উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সিবিও-এনজিও প্রতিনিধি ও উপকারভোগী সকলে সম্মত হন যে, দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের ত্রাণ কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এসব কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধিপূর্বক সরকারি পরিষেবাসমূহের মান ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থই জড়িত। আলোচনাকালে স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষবৃন্দ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, তারা করোনা ও বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রাণ এবং কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচিসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে উপরিউক্ত সুপারিশমালা জেলা প্রশাসকের দিক-নির্দেশনায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে কমিউনিটি পর্যায়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনারত জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়েও উপস্থিত প্রতিনিধিরা সহমত প্রকাশ করেন।

৭ নীতি সংলাপ

করোনা ও বন্যা মোকাবিলায় ত্রাণ কর্মসূচি এবং কৃষি প্রণোদনা *সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা*

সিরাজগঞ্জ
২৮ ডিসেম্বর ২০২০

বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালায় এসডিজির অগ্রাধিকারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সামগ্রিকভাবে এসডিজি বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়ভার যদিও রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়, কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের যে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এসডিজি কাঠামোতে তাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ন্যূনতম ১২টির (৯, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৭ ব্যতিরেকে) বাস্তবায়নে সমন্বিত কমিউনিটি পর্যায়ের কৌশলের প্রয়োজন হবে।

বাংলাদেশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, ত্রাণ বিতরণ এবং সামাজিক সুরক্ষাসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে। তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে এসকল সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিলম্ব ও অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। তবে চলমান কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে এসব সেবার অধিকতর কার্যকারিতার বিষয়টি বর্তমানে আরো সামনে চলে এসেছে। করোনার অভিঘাত বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রায় সুদূরপ্রসারী চিহ্ন রেখে যাবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কোভিড মহামারি-পূর্ব বিদ্যমান দুর্বলতাগুলি আরো সংকটময় করে তুলেছে

এবং এর ফলে এসডিজির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যেমন, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর প্রাক্কলন অনুযায়ী কোভিড-১৯-এর কারণে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ঝুঁকিতে আছেন এমন মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.৩০ কোটি, যা সর্বশেষ জরিপকৃত শ্রমশক্তি (২০১৬-১৭)-র প্রায় ২০.১ শতাংশ। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর প্রাক্কলন অনুযায়ী এই অতিমারির কারণে (উচ্চ) দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালের ২৪.৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ৩৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে, যার অর্থ 'নতুন দরিদ্র'র সংখ্যা হতে পারে প্রায় ১.৭৫ কোটি মানুষ। কোভিড অতিমারির প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যা সিরাজগঞ্জের মতো তুলনামূলকভাবে বেশি দারিদ্র্যপ্রবণ জেলাগুলির পরিস্থিতি আরো সংকটময় করে তুলেছে। ইউএনওএসএটি-এর স্যাটেলাইট ইমেজ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১২ থেকে ২১ জুলাই সময়ের মধ্যে সিরাজগঞ্জের মোট ভূমির প্রায় ৫১ শতাংশ এবং মোট গ্রামের প্রায় ৯৪ শতাংশ বন্যাকবলিত হয়েছে।

কোভিড-১৯ এবং সাম্প্রতিক বন্যা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রান্তিক জনগণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃক বিতরণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু ত্রাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে হঠাৎ বেকারত্বের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিনা মূল্যে খাদ্যসহায়তা (চাল), দেশব্যাপী নির্বাচিত বিপন্ন পরিবারগুলিকে সরাসরি নগদ সহায়তা (২,৫০০ টাকা) প্রদান এবং শিশুখাদ্য, গো-খাদ্য বিতরণ ইত্যাদি। এ ছাড়াও সরকার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে বিনা মূল্যে আমন ধান এবং অন্যান্য শস্যের বীজ এবং সার বিতরণ করেছে।

সর্বজনস্বীকৃত যে, ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ু রীতির কারণে সিরাজগঞ্জ বাংলাদেশের একটি পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। উপরন্তু, ঘন ঘন বন্যা, নদীভাঙন, প্রতিকূল পরিবেশ, সীমিত সম্পদ এবং আয়ের সুযোগ, মূলভূমি থেকে সরকারি স্থাপনার দূরত্ব এবং অপর্যাপ্ত সরকারি পরিষেবার কারণে চরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষেরা তাদের বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এসডিজি বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে এসকল পিছিয়ে পড়া জনপদে সরকারি সহায়তাসমূহ দক্ষতার সঙ্গে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, আর এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরি ভূমিকার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংলাপের উদ্দেশ্য এবং সারসংক্ষেপ

ওপরে উল্লিখিত বিষয়সমূহের ওপর আলোচনার লক্ষ্যে সিপিডি এবং অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ 'করোনা ও বন্যা মোকাবিলায় ত্রাণ কর্মসূচি এবং কৃষি প্রণোদনা: সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা' শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল সংলাপের আয়োজন করা হয়। সংলাপের সহযোগী আয়োজক ছিল মানব মুক্তি সংস্থা, সিরাজগঞ্জ এবং এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ। সংলাপটি আয়োজিত হয়েছিল সিপিডি ও অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত 'গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের অধীনে। এ সংলাপের উদ্দেশ্য ছিল করোনা ও বন্যা মোকাবিলায় সরকারি বিভিন্ন ত্রাণ এবং কৃষি প্রণোদনা সেবা সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের অবহিত করা এবং এসব কর্মসূচির বাস্তবায়ন সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে করার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে সম্ভাব্য সমাধান-সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি

আদায় করা। এ আঞ্চলিক সংলাপ সিরাজগঞ্জের সাধারণ মানুষের ত্রাণ সেবা এবং কৃষি প্রণোদনা সম্পর্কিত প্রত্যাশা ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার একটি সুযোগ সৃষ্টি করে।

সংলাপে সিরাজগঞ্জের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, উন্নয়নকর্মী, এনজিও প্রতিনিধি, ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তা, সমাজকর্মী, পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমকর্মীসহ মোট প্রায় ১৬০ জন অংশগ্রহণ করেন। সংলাপে নির্দিষ্ট কয়েকটি ত্রাণ এবং কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং এগুলির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয়। মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মো. হাবিবে মিল্লাত এবং মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব তানভীর শাকিল জয় সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জনাব শোয়েব ইফতেখার, প্রধান, ইকোনমিক ইনক্লুশন অ্যান্ড জাস্টিস, অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশ এবং জনাব মো. হাবিবুল্লাহ বাহার, নির্বাহী পরিচালক, মানব মুক্তি সংস্থা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে সংলাপে বক্তব্য রাখেন। আলোচকগণ সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহের সমাধানের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব তুলে ধরেন। সংলাপের সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করেন, আলোচনা পরিচালনা করেন এবং আলোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন।

জনাব মুনতাসির কামাল, সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি সংলাপে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদনটি বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও স্থানীয় অংশীজনের মধ্যে পরিচালিত জরিপ ও তাদের সঙ্গে মতামত বিনিময়ের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়। প্রতিবেদনে করোনা ও বন্যা মোকাবিলায় ত্রাণ এবং কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ উঠে আসে। যেমন, ত্রাণ ও প্রণোদনাভিত্তিক সহায়তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা সময়মত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছায় না। চরাঞ্চলের দুর্গমতা এবং

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ত্রাণ ও কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির সুবিধাপ্রাপ্তিতে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করে। ত্রাণ সেবা-সম্পর্কিত 'হটলাইন্' নাম্বারসহ (যেমন: ৩৩৩) প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবনী যেসব উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের সুবিধাভোগীরা এখনো যথেষ্ট সচেতন নন। সুবিধাভোগী নির্বাচন অনেক ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি। সামগ্রিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপজেলা/ইউনিয়নভিত্তিক বরাদ্দের বিভাজনের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়ের সুযোগ আছে। সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি বিশদ তথ্যভান্ডার (ডাটাবেস)-এর অভাব সরকারি পর্যায় থেকে বারংবার উল্লিখিত হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে অংশগ্রহণকারীরা উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ আলোচনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীজনসহ প্রায় ৩০ জন অংশগ্রহণকারী তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। আলোচকবৃন্দ তাদের নিজস্ব এলাকায় উল্লিখিত ত্রাণ এবং কৃষি কর্মসূচির সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। তারা এসবের মোকাবিলায় বেশ কিছু করণীয় ও সুপারিশ তুলে ধরেন। জনপ্রতিনিধিবৃন্দ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন এবং এসব পরিষেবা আরো কার্যকরভাবে প্রদানের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

ত্রাণ ও কৃষি প্রণোদনা-সম্পর্কিত আলোচনার আলোকে এবং খোলামেলা ও অংশগ্রহণমূলক মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে উঠে আসা প্রধান সুপারিশসমূহের মধ্যে ছিল:

সুপারিশ ১

তৃণমূল পর্যায় থেকে সঠিক চাহিদা নিরূপণ এবং সে অনুযায়ী ত্রাণ বরাদ্দ নির্ধারণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে আর্থসামাজিক সূচকসমৃদ্ধ একটি বিশদ তথ্যভান্ডার (ডাটাবেস) গড়ে তুলতে হবে।

- স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণে যে কোনো একটি সুচকের ওপর নির্ভর না করে উক্ত অঞ্চলের দারিদ্র্যের হার, জনসংখ্যা, বেকারত্বের হার ইত্যাদি সূচকগুলি বিবেচনায় নিতে হবে। এতে স্থানীয় পরিস্থিতির আলোকে ত্রাণ ও সেবা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজতর হবে।

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

খানাপ্রতি বরাদ্দের অপ্রতুলতার কথা সিরাজগঞ্জ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাগণের প্রায় প্রত্যেকেই উল্লেখ করেন। সামগ্রিক চাহিদার তুলনায় বরাদ্দের স্বল্পতার কারণে ত্রাণের চাল পাবার যোগ্য সবাইকে হয়তো চাহিদা অনুযায়ী দেওয়া যায়নি। এর প্রমাণ মেলে সিবিও সদস্যদের অনেকেই যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ত্রাণের তালিকাভুক্ত না হতে পারার মধ্যে। দারিদ্রের হারের পরিবর্তে ত্রাণ সহায়তার উপজেলাওয়ারি বণ্টন জনসংখ্যার ভিত্তিতে করা হয়েছে যার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকাগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় ত্রাণের সরবরাহ পর্যাপ্ত ছিল না।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা, ইউএনও, জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সিএসও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ২

ত্রাণ সেবাসংক্রান্ত প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ (যেমন: হটলাইন্/নির্ধারিত মোবাইল নাম্বার) সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

- স্থানীয় এনজিও এবং সিএসও প্রতিনিধিগণ সরকারি ত্রাণ বিষয়ক 'হটলাইন্-৩৩৩'/নির্ধারিত মোবাইল নাম্বার-এর ব্যবহার সম্পর্কে সিবিও সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- এক্ষেত্রে সিবিওদের উৎসাহিত করার জন্য তারা এই 'হটলাইন্' সম্পর্কিত সরকারি বিভিন্ন ইতিবাচক অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে তুলে ধরবেন।

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

ত্রাণ সেবা-সম্পর্কিত 'হটলাইন্' নাম্বারসহ উদ্ভাবনী যেসব উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের সুবিধাভোগী ও সুবিধাপ্রত্যাশীরা এখনো সচেতন নন। এক্ষেত্রে তাদের ডিজিটাল অভিগম্যতা (অ্যাকসেস) ও এ

সম্বন্ধে জ্ঞান এবং প্রচারণায় ঘাটতিই ছিল প্রধান অন্তরায়। ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী মোবাইল এবং ইন্টারনেট ইত্যাদির ব্যবহারে পিছিয়ে আছে, যা প্রযুক্তিভিত্তিক ইতিবাচক উদ্যোগসমূহ তাদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অন্তরায় ছিল। প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের মোবাইল নেটওয়ার্কের সীমাবদ্ধতা এক্ষেত্রে বাড়তি প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

ইউএনও, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সিএসও ও সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৩

সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচার-প্রচারণা নিশ্চিত করা এবং সেগুলির প্রয়োগে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- স্থানীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে সচেতন থেকে ত্রাণ কার্যক্রমের শুরুতেই স্বউদ্যোগে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, যেন অধিকসংখ্যক নাগরিকের অংশগ্রহণে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা যায়।
- করোনার মতো বিপর্যয়ের সময়ে যারা 'নতুন দরিদ্র'দের কাতারে যোগ দেন তাদের ঝুঁকি ও প্রয়োজনকেও স্থানীয় পর্যায়ে বিবেচনায় রাখতে হবে। পুরাতন তালিকা ব্যবহার করে সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রস্তুত করা হলে নতুন দরিদ্ররা বাদ পড়ে যায়।
- মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেন তারা নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচারণা চালাতে সক্ষম হন।
- একইভাবে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হন।
- ইউনিয়ন, গ্রাম এবং মহল্লার মতো স্থানীয় সরকারের ক্ষুদ্র ইউনিটগুলোতে ত্রাণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুতের সময়েই সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি এবং তদারকি বৃদ্ধি করা যেন বাস্তবায়ন নির্দেশিকার নির্বাচন-মানদণ্ড অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচিত হতে পারেন। একই সঙ্গে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিত হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের তদারকি করতে হবে।

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

দেখা গেছে যে, স্থানীয়, বিশেষ করে ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে, নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয় (বিশেষ করে নগদ অর্থসুবিধার ক্ষেত্রে)। সুবিধাভোগী নির্বাচন অনেক ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণমূলকভাবে করা হয়নি (যেমন প্রচারণায় ঘাটতি ছিল)। এ ছাড়াও সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ আশানুরূপ হয়নি। সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি বিশদ তথ্যভান্ডারের অভাব সরকারি পর্যায় থেকে বারংবার উল্লিখিত হয়েছে। প্রাথমিক তালিকায় যেন অধিক যোগ্য প্রান্তিক মানুষেরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন সেজন্য সরকারি কর্মকর্তাদের অধিকতর তদারকির প্রয়োজন আছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

ইউএনও, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সুবিধাভোগী নির্বাচন কমিটিতে থাকা শিক্ষকবৃন্দ, সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৪

ইউনিয়ন/উপজেলাভিত্তিক একটি তথ্যভান্ডার প্রস্তুত করা যাতে কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থা থেকে শুরু করে ফসল উৎপাদনের যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে।

- এর মাধ্যমে কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী সাহায্য দেওয়া ও যোগ্য ব্যক্তি চিহ্নিত করা সহজতর হবে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে এ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

কৃষি প্রণোদনা/পুনর্বাসনের সার ও বীজের বরাদ্দ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল এবং অনেক সময়ই তা যথাসময়ে পৌঁছায় না। বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি সহায়তা বিতরণ অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের চাহিদা নিরূপণের নিরিখে করা হয় না। সেবাপ্রদানকারীদের প্রচার-প্রচারণার ঘাটতি এবং সেবাপ্রত্যাশীদের সচেতনতা এবং নিজস্ব উদ্যোগের অভাব এক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন না করা এবং সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণের সময় তাদের যথাযথ উপস্থিতি না থাকার ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা বঞ্চিত হন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মী এবং সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৫

কৃষকের তালিকা হালনাগাদ করে নতুনভাবে কৃষিকার্ড বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

- নির্ধারিত সময় পরপর তালিকা হালনাগাদকরণ এবং হালনাগাদকৃত তালিকার ভিত্তিতে কৃষি কার্ড বিতরণের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

সিরাজগঞ্জ জেলায় সর্বশেষ ২০১৪ সালে কৃষিকার্ড বিতরণ করা হয়েছিল। সরকারি কৃষি সহায়তা নিতে এর প্রয়োজন হয়, যার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই যোগ্য কিন্তু বিনা কার্ডধারী কৃষক সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মী এবং সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৬

নিবিড় তদারকির ভিত্তিতে কৃষকের জন্য জামানতবিহীন ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- এ কাজে এলাকার এনজিওসমূহকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

নদীভাঙনের শিকার স্থায়ী ঠিকানাহীন প্রান্তিক জনগণ কোনো প্রকার জামানত দিতে সমর্থ না হবার কারণে কৃষিঋণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। একই সঙ্গে চরাঞ্চলের দুর্গমতার কারণে সেসব এলাকায় ব্যাংকসমূহ কার্যক্রম পরিচালনা করতে তেমন উৎসাহিত হয় না।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা প্রশাসক, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, স্থানীয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ, এনজিও প্রতিনিধি ও সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৭

ত্রাণ ও কৃষি প্রণোদনার সহায়তা উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্থানীয় এনজিও এবং সিএসওসমূহকে স্থানীয় প্রশাসনের নেতৃত্বে নিজ নিজ কর্মএলাকায় নিয়োজিত করা।

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

উপজেলা সদরে যাবার বাধ্যবাধকতার কারণে ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রান্তিক জনগণ ত্রাণ সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভোগান্তির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, স্থল ইউনিয়ন এবং ঘোরজান ইউনিয়নের সিবিও সদস্যগণ জানান যে চৌহালি উপজেলা সদর থেকে জিআর বাবদ প্রাপ্ত সহায়তা নিয়ে গন্তব্যে ফিরে যেতে তাদের প্রায় পুরো এক দিন সময় লাগে। এ দুটি ইউনিয়নের দুর্গমতার কারণে যাতায়াতে বাড়তি অর্থও ব্যয় করতে হয়। কৃষি প্রণোদনার সার ও বীজ উপজেলা থেকে বিতরণ করা হয়, যে কারণে দুর্গম চরাঞ্চলের কৃষকগণ তা সংগ্রহ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অসুবিধার সম্মুখীন হন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, সিএসও প্রতিনিধি এবং সিবিও প্রতিনিধি।

সংলাপে উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সিবিও-এনজিও প্রতিনিধি ও উপকারভোগী সকলে সম্মত হন যে, দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের ত্রাণ কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এসব কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধিপূর্বক সরকারি পরিষেবাসমূহের মান ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থই জড়িত। আলোচনাকালে স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষবৃন্দ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, তারা করোনা ও বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রাণ এবং কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচিসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে উপরিউক্ত সুপারিশমালা জেলা প্রশাসকের দিকনির্দেশনায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। কমিউনিটি পর্যায়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনারত জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিয়মিত পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা সহমত প্রকাশ করেন।

৮

নীতি সংলাপ

করোনা ও আম্ফান মোকাবিলায় ত্রাণ কর্মসূচি এবং কৃষি প্রণোদনা *সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা*

পিরোজপুর
৩১ জানুয়ারি ২০২১

বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালায় এসডিজির অগ্রাধিকারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সামগ্রিকভাবে এসডিজি বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়ভার যদিও রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়, কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের যে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এসডিজি কাঠামোতে তাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ন্যূনতম ১২টির (৯, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৭ ব্যতিরেকে) বাস্তবায়নে সমন্বিত কমিউনিটি পর্যায়ের কৌশলের প্রয়োজন হবে।

বাংলাদেশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, ত্রাণ বিতরণ এবং সামাজিক সুরক্ষাসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে। তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে এসকল সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিলম্ব ও অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। তবে চলমান কোভিড-১৯ অতিমারির প্রেক্ষাপটে এসব সেবার অধিকতর কার্যকারিতার বিষয়টি বর্তমানে আরো সামনে চলে এসেছে। করোনার অভিঘাত বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় সুদূরপ্রসারী চিহ্ন রেখে যাবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কোভিড মহামারি-পূর্ব বিদ্যমান দুর্বলতাগুলি আরো সংকটময় করে তুলেছে

এবং এর ফলে এসডিজির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যেমন, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর প্রাক্কলন অনুযায়ী কোভিড-১৯-এর কারণে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ঝুঁকিতে আছেন এমন মানুষের সংখ্যা দাড়িয়েছে প্রায় ১.৩০ কোটি, যা সর্বশেষ জরিপকৃত শ্রমশক্তি (২০১৬-১৭)-র প্রায় ২০.১ শতাংশ। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর প্রাক্কলন অনুযায়ী এই অতিমারির কারণে (উচ্চ) দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালের ২৪.৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ৩৫ শতাংশে দাড়াতে পারে, যার অর্থ 'নতুন দরিদ্র'র সংখ্যা হতে পারে প্রায় ১.৭৫ কোটি মানুষ। উপকূলীয় জেলাগুলিতে সাম্প্রতিক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় 'আম্ফান' এই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। ইউএনডিপি এর রিপোর্ট অনুযায়ী 'আম্ফান' ঝড়ে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আওতাধীন নয়টি জেলাসহ মোট ২৬ জেলার প্রায় ১ লাখ ৪৯ হাজার হেক্টর কৃষিজমি ও মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩২৫ কোটি টাকা।

কোভিড-১৯ এবং সাম্প্রতিক বন্যা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রান্তিক জনগণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার কর্তৃক বিতরণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু ত্রাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে হঠাৎ বেকারত্বের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিনা মূল্যে খাদ্যসহায়তা (চাল), দেশব্যাপী নির্বাচিত বিপন্ন পরিবারগুলিকে সরাসরি নগদ সহায়তা (২,৫০০ টাকা) প্রদান এবং শিশুখাদ্য বিতরণ, গো-খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি। এ ছাড়াও সরকার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে বিনা মূল্যে আমন ধান ও অন্যান্য শস্যের বীজ এবং সার বিতরণ করেছে।

সর্বজনস্বীকৃত যে, ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি জলবায়ুগত দুর্বলতার কারণে পিরোজপুরের মতো উপকূলীয় জেলাগুলি দেশের পিছিয়ে পড়া অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হয়। উপরন্তু, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদী ভাঙন, প্রতিকূল পরিবেশ, সীমিত সম্পদ এবং আয়ের সুযোগ, মূলভূমি থেকে সরকারি স্থাপনার দূরত্ব এবং অপর্যাপ্ত সরকারি পরিষেবার কারণে এই অঞ্চলের দরিদ্র মানুষেরা তাদের বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। এসডিজি বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে এসকল পিছিয়ে পড়া জনপদে সরকারি সহায়তাসমূহ দক্ষতার সঙ্গে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, আর এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরী ভূমিকার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংলাপের উদ্দেশ্য এবং সারসংক্ষেপ

ওপরে উল্লিখিত বিষয়সমূহের ওপর আলোচনার লক্ষ্যে সিপিডি এবং অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে ৩১ জানুয়ারী ২০২১ 'করোনা ও আম্ফান মোকাবিলায় ত্রাণ কর্মসূচি এবং কৃষি প্রণোদনা: সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা' শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল সংলাপের আয়োজন করা হয়। সংলাপের সহযোগী আয়োজক ছিল ডাক দিয়ে যাই, পিরোজপুর এবং এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ। সংলাপটি আয়োজিত হয়েছিল সিপিডি ও অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত 'গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের অধীনে। এ সংলাপের উদ্দেশ্য ছিল করোনা ও 'আম্ফান' মোকাবিলায় সরকারি বিভিন্ন ত্রাণ এবং কৃষি প্রণোদনা সেবা সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের অবহিত করা এবং এসব কর্মসূচির বাস্তবায়ন সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে করার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে সম্ভাব্য সমাধান-সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি আদায় করা। এ আঞ্চলিক সংলাপ পিরোজপুরের সাধারণ মানুষের ত্রাণ সেবা এবং কৃষি প্রণোদনা সম্পর্কিত প্রত্যাশা ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার একটি সুযোগ সৃষ্টি করে।

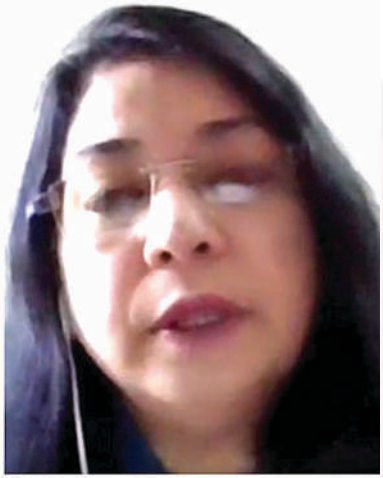
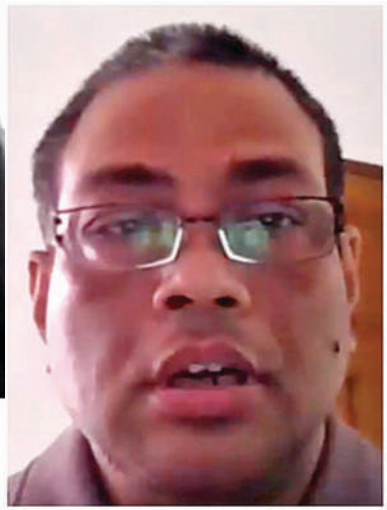

সংলাপে পিরোজপুরের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, উন্নয়নকর্মী, এনজিও প্রতিনিধি, ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তা, সমাজকর্মী, পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমকর্মীসহ মোট প্রায় ১৬০ জন অংশগ্রহণ করেন। সংলাপে নির্দিষ্ট কয়েকটি ত্রাণ এবং কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং এগুলির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয়। মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব শ ম রেজাউল করিম সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জনাব জনাব আবু আলী মো. সাজ্জাদ হোসেন, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পিরোজপুর জেলা সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জনাব জনাব হোসাইন্ মুহাম্মদ আল-মুজাহিদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইন্দুরকানী উপজেলা, পিরোজপুর জেলা সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ড. ফাহমিদা খাতুন, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ড. দীপঙ্কর দত্ত, কান্ট্রি ডিরেক্টর, অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশ এবং জনাব মো. শাহজাহান গাজী, নির্বাহী পরিচালক, ডাক দিয়ে যাই, পিরোজপুর নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে সংলাপে বক্তব্য রাখেন। আলোচকগণ সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহের সমাধানের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব তুলে ধরেন। সংলাপের সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করেন, আলোচনা পরিচালনা করেন। এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর আহ্বায়ক ও সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আলোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন।

সিপিডির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান ও সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট জনাব মোস্তফা আমির সাব্বিহ সংলাপে মুল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনায় করোনা ও আম্ফান মোকাবিলায় ত্রাণ এবং কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে কিছু সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়েছে। বরাদ্দ ও বিতরণের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা, সেবা-সম্পর্কিত প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি করা, স্থানীয় পর্যায়ে সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া (বিশেষ করে নগদ অর্থ সুবিধার ক্ষেত্রে) অংশগ্রহণমূলক করা, ভবিষ্যতে ২,৫০০

টাকার মতো কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে এর অধিকতর কার্যকারিতার জন্য তালিকাভুক্ত হওয়া বা সেবা পাবার শর্তের ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প রাখা সহ আরো পদক্ষেপ প্রয়োজন করোনা মোকাবিলায় ত্রাণ কর্মসূচিকে কার্যকর করতে।

পরবর্তী সময়ে অংশগ্রহণকারীরা উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ আলোচনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীজনসহ প্রায় ৩০ জন অংশগ্রহণকারী তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। আলোচকবৃন্দ তাদের নিজস্ব এলাকায় উল্লিখিত ত্রাণ এবং কৃষি কর্মসূচির সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। তারা এসবের মোকাবিলায় বেশ কিছু করণীয় ও সুপারিশ তুলে ধরেন। জনপ্রতিনিধিবৃন্দ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন এবং এসব পরিষেবা আরো কার্যকরভাবে প্রদানের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

ত্রাণ ও কৃষি প্রণোদনা সম্পর্কিত আলোচনার আলোকে এবং খোলামেলা ও অংশগ্রহণমূলক মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে উঠে আসা প্রধান সুপারিশসমূহের মধ্যে ছিল:

সুপারিশ ১

তৃণমূল পর্যায় থেকে সঠিক চাহিদা নিরূপণ এবং সে অনুযায়ী ত্রাণ বরাদ্দ নির্ধারণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে আর্থসামাজিক সূচকসমৃদ্ধ একটি বিশদ তথ্যভান্ডার (ডাটাবেস) গড়ে তুলতে হবে।

- স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণে যে কোনো একটি সূচকের ওপর নির্ভর না করে উক্ত অঞ্চলের দারিদ্র্যের হার, জনসংখ্যা, বেকারত্বের হার ইত্যাদি সূচকগুলি বিবেচনায় নিতে হবে। এতে স্থানীয় পরিস্থিতির আলোকে ত্রাণ ও সেবা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজতর হবে।

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

খানাপ্রতি বরাদ্দের কিছুটা অপ্রতুলতার কথা উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাগণ উল্লেখ করেন। সামগ্রিক চাহিদার তুলনায় বরাদ্দের স্বল্পতার কারণে ত্রাণের চাল পাবার যোগ্য সবাইকে হয়তো চাহিদা অনুযায়ী দেওয়া যায়নি। এর প্রমাণ মেলে সিবিও সদস্যদের অনেকেই যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ত্রাণের তালিকাভুক্ত না হওয়ার মধ্যে। এ ছাড়া ইন্দুরকানী উপজেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, ২,৫০০ টাকা মানবিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য এমন ৪,০০০ জনের একটি তালিকা জাতীয় পর্যায়ে পাঠানো হয়। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে প্রেরণকৃত তালিকার মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬০ শতাংশের কাছাকাছি মানুষ এই সহায়তা পেয়েছেন। জেলা প্রশাসনের তথ্যমতে, এই সহায়তার ক্ষেত্রে উপজেলাওয়ারি বণ্টন জনসংখ্যার ভিত্তিতে করা হয়েছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা, ইউএনও, জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সিএসও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ২

ত্রাণ সেবাসংক্রান্ত প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ (যেমন: হটলাইন্/নির্ধারিত মোবাইল নাম্বার) সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

- স্থানীয় এনজিও এবং সিএসও প্রতিনিধিগণ সরকারি ত্রাণ বিষয়ক 'হটলাইন্-৩৩৩'/নির্ধারিত মোবাইল নাম্বারের ব্যবহার সম্পর্কে সিবিও সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন
- এক্ষেত্রে সিবিও সদস্যদের উৎসাহিত করার জন্য তারা এই 'হটলাইন্' সম্পর্কিত সরকারি বিভিন্ন ইতিবাচক অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে তুলে ধরবেন এবং এর অপব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এর নেতিবাচক দিকসমূহ তুলে ধরবেন
- সিবিও সদস্যরা এর ব্যবহার সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের জনগণকে উৎসাহিত করবেন

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

ত্রাণ সেবা-সম্পর্কিত 'হটলাইন্' নাম্বারগুলো সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের সুবিধাভোগী ও সুবিধাপ্রত্যাশীরা এখনো সচেতন নন। এক্ষেত্রে সরকার বা বেসরকারি পর্যায় থেকে প্রচারণার ঘাটতি প্রধান অন্তরায়। তা ছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ইন্টারনেট ব্যবহারে পিছিয়ে আছে, যা জেলা পর্যায়ের প্রযুক্তিভিত্তিক এই ভালো উদ্যোগগুলি তাদের কাছে পৌঁছানোতে বিঘ্ন ঘটায়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

ইউএনও, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সিএসও ও সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৩

সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচার-প্রচারণার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেন তারা নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচারণা করতে সক্ষম হন
- একইভাবে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যেন তারা সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচারণা কার্যক্রম ভালোভাবে করতে পারেন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হন
- করোনার মতো বিপর্যয়ের সময়ে যারা 'নতুন দরিদ্র' দের কাতারে যোগ দেন তাদের ঝুঁকি ও প্রয়োজনকেও স্থানীয় পর্যায়ে বিবেচনায় রাখতে হবে
- স্বেচ্ছা আবেদন এবং তালিকাভুক্তির সুযোগ রাখা

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

দেখা গেছে যে, স্থানীয়, বিশেষ করে ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে, নির্বাচন প্রক্রিয়া (বিশেষ করে নগদ অর্থসুবিধার ক্ষেত্রে) অনেক ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণমূলকভাবে হয়নি। এক্ষেত্রে প্রচারণায় ঘাটতি আছে। তা ছাড়া স্বেচ্ছা-আবেদনের খুব বেশি সুযোগ ছিল না। পরিষেবা প্রদানকারীদের তথ্যমতে সীমিত সময়, পূর্বপ্রস্তুতি না থাকা এবং করোনার কারণে অন্য অনেক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মতো করে প্রচার-প্রচারণা বা উঠান বৈঠক করে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

ইউএনও, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সুবিধাভোগী নির্বাচন কমিটিতে থাকা শিক্ষকবৃন্দ, সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৪

ত্রাণ সেবা-সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য (যেমন : উপজেলা ও ইউনিয়নওয়ারি বরাদ্দ, বিতরণ, সুবিধাভোগীদের তালিকা, 'হটলাইন্'-এর ব্যবহার) ডাটাবেসে সংরক্ষণ এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

- এসকল কার্যক্রমে সমন্বয় ও তদারকি নিশ্চিত করতে স্থানীয় এনজিও এবং সিএসওকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

ত্রাণ সেবা-সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য (যেমন: উপজেলা ও ইউনিয়নওয়ারি বরাদ্দ, বিতরণ, সুবিধাভোগীদের তালিকা, 'হটলাইন্'-এর ব্যবহার) সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা উভয় পর্যায়ে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে একটি নির্ধারিত 'ডাটাবেজ' না থাকা প্রধান অন্তরায় ছিল।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা, ইউএনও, জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সিএসও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৫

সরকারি সহায়তার অধিকতর কার্যকর ব্যবহার এবং অপচয় রোধে সার ও বীজের বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির নিরিখে এবং স্থানীয় কৃষকদের চাহিদা, ফসল উৎপাদনের বিন্যাস অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

- যেহেতু আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনেক আগে থেকেই পাওয়া যায় তাই এক-দুই মাস আগে থেকেই স্থানীয় চাহিদার তথ্য নিয়ে সে অনুযায়ী সার ও বীজের মজুত নিশ্চিত করা যেন দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে খুব দ্রুত সময়ে ক্ষয়ক্ষতি বিশ্লেষণ করে বরাদ্দ ও বিতরণের অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়
- সেবাসমূহের পরিকল্পনা প্রনয়ণের সময় দুই ধরনের সহায়তার আওতায় একই শস্যের ক্ষেত্রে যেন দুই ধরনের সুবিধা না দেওয়া হয় এবং কৃষকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করা।

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

সার ও বীজের বরাদ্দের সঙ্গে দুর্যোগের কারণে স্থানীয় পর্যায়ের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে না এবং অনেক সময়ই তা সময়মতো আসে না। স্থানীয় কৃষকদের চাহিদা, ফসল উৎপাদনের বিন্যাস অনুযায়ী বরাদ্দ না আসায়

সরকারি সহায়তা অনেক অপচয় হয়। যেমন: পিরোজপুরে 'বিলম্বিত' আমন হয়, এ কারণে অন্য কোনো শস্য জমিতে ফেলার জন্য জমি ফাঁকা পাওয়া যায় না এ ছাড়া একই শস্যের ক্ষেত্রে দুই সেবার আওতায় (পুনর্বাসন ও প্রণোদনা) দুই ধরনের সুবিধা (কোনো ক্ষেত্রে শুধু বীজ এবং কোনো ক্ষেত্রে বীজ এবং সার উভয়) কৃষকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ের কৃষিকর্মী ও সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৬

ইউনিয়ন/উপজেলাভিত্তিক একটি তথ্যভান্ডার (ডাটাবেস) তৈরি করতে হবে, যেখানে কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থা থেকে শুরু করে ফসল উৎপাদনের যাবতীয় তথ্য নিয়মিতভাবে সংগৃহীত হতে থাকবে

এর মাধ্যমে কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী সাহায্য দেওয়া ও যোগ্য ব্যক্তি চিহ্নিত করা সহজতর হবে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে এ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

'আম্ফানের' মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি সহায়তা বিতরণ অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের চাহিদা নিরূপণের নিরিখে করা হয় না। জনগণ কৃষি প্রণোদনা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য মূলত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ওপর মূলত নির্ভরশীল। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকে সরকারি কৃষি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন। এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে প্রচার-প্রচারণার কিছুটা ঘাটতি রয়েছে এবং বক সুপারভাইজাররা সব ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত এবং সুবিধাপ্রত্যাশী কৃষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকা প্রস্তুত করেন না বলেও সিবিওদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে উপজেলা থেকে জানানো হয় ইচ্ছা থাকলেও তীব্র কর্মী সংকটের কারণে তারা সকলের কাছে পৌঁছাতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপঃ ইন্দুরকানীতে ৯ জন এসএও-এর প্রয়োজন থাকলেও মাত্র তিন জন কর্মরত আছেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ের কৃষিকর্মী এবং সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৭

কৃষকের তালিকা হালনাগাদ করে নতুনভাবে কৃষি কার্ড বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

- নির্ধারিত সময় পরপর তালিকা হালনাগাদকরণ এবং হালনাগাদকৃত তালিকার ভিত্তিতে কৃষি কার্ড বিতরণের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে
- এই উদ্দেশ্যে 'কৃষি বাতায়ন' আধুনিকীকরণ-সম্পর্কিত একটি চলমান প্রকল্পের দ্রুততর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

পিরোজপুর জেলায় সর্বশেষ ২০১৪ সালে কৃষি কার্ড বিতরণ করা হয়েছিল। সরকারি কৃষি সহায়তা নিতে এর প্রয়োজন পড়ে যার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই যোগ্য কিন্তু বিনা কার্ডধারী কৃষক সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ের কৃষিকর্মী ও সিবিও প্রতিনিধি।

সুপারিশ ৮

নিবিড় তদারকির ভিত্তিতে কৃষকের জন্য জামানতবিহীন ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- এ কাজে এলাকার এনজিওসমূহকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

সুপারিশের প্রেক্ষাপট

নদীভাঙনের শিকার ভিটা এবং কৃষিজমি হারানো প্রান্তিক জনগণ জামানত দিতে পারেন না। এ কারণে অনেকেই কৃষিঋণের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হন। তবে উপজেলা পর্যায় থেকে জানানো হয় করোনা-পরবর্তী কৃষিঋণ প্রদানে ব্যাংক বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এবং সোনালী ব্যাংক থেকে বিনা জামানতে অনেক কৃষককেই ঋণ দেওয়া হয়েছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

জেলা প্রশাসক, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, স্থানীয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ, এনজিও প্রতিনিধি এবং সিবিও প্রতিনিধি।

সংলাপে উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সিবিও-এনজিও প্রতিনিধি ও উপকারভোগী সকলে সম্মত হন যে, দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের ত্রাণ কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এসব কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধিপূর্বক সরকারি পরিষেবাসমূহের মান ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থই জড়িত। আলোচনাকালে স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষবৃন্দ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, তারা করোনা ও আম্ফানের মতো দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রাণ এবং কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচিসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে উপরিউক্ত সুপারিশমালা জেলা প্রশাসকের দিকনির্দেশনায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। কমিউনিটি পর্যায়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনারত জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিয়মিত পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা সহমত প্রকাশ করেন।

For more information, please visit:
www.localizingsdg.cpd.org.bd

Funded by
the European Union

Enhancing the Participation of Community-based Organizations (CBOs) and Civil Socity Organisations (CSOs) in Democratic Governance in Bangladesh

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE